

আগামী বছরের ৩১ মার্চে আগেই নকশালমুক্ত হবে ভারতঃঅমিত শাহ্



নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে বৃহস্পতিবার বড়সড় সাফল্য পেয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। বৃহস্পতিবার ছত্তিশগাড়ের বিজাপুর ও কান্ধের জেলায় নিকেশ হয়েছে ২২ জন মাওবাদী। এই সাফল্যের পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানালেন, আগামী বছরের ৩১ মার্চের আগেই নকশালমুক্ত হবে ভারত।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর এঞ্জ বাঙেঙ্গে লিবেছেন, আজ আমাদের জওয়ানরা ‘নকশাল মুক্ত ভারত অভিযান’-এর লক্ষ্যে আরও একটি বড় সাফল্য অর্জন করেছে। ছত্তিশগাড়ের বিজাপুর এবং কান্ধের আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর দু’টি পৃথক অভিযানে ২২ জন নকশাল নিহত হয়েছে। মোদী সরকার নকশালদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং আত্মসমর্পণ না করা নকশালদের বিরুদ্ধে শৃশ্া-সহানুশীলতা নীতি গ্রহণ করছে। আগামী বছরের ৩১ মার্চের আগে দেশ নকশালমুক্ত হবে।

সুনীতা উইলিয়ামসকে ভারতরত্ন সম্মান দেওয়ার দাবি মুখ্যমন্ত্রী মমতার

কলকাতা, ২০মার্চ : সুনীতা উইলিয়ামসের ফেরার খবরে খুশির বার্তা। সুনীতা উইলিয়ামসকে সম্মান জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভারতরত্ন সম্মান দেওয়ার দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বুধবার বিধানসভায় একথা বলেন তিনি।এছাড়াও তিনি বুধবার এক্সবার্ভার লিখেছেন, সুনীতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোরকে অনেক দিন পর অবশেষে এবং নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য স্বাগত। আমাদের ভারতের কন্যা আমাদের কাছে ফিরে এসেছেন, এবং আমরা গভীরভাবে আনন্দিত এবং উচ্ছসিত। আমরা বুচ উইলমোরের জন্যও গভীরভাবে আনন্দিত। তাদের সাহসকে স্বাগত জানাই, তাদের প্রত্যাবর্তনের শুভেচ্ছা জানাই, মানবিক গৌরবের শুভেচ্ছা জানাই।মহাশয় থেকে যারা ফিরিয়ে এনেছেন, সেই দলকেও তাঁদের অভূতপূর্ণ সর্মধন এবং সাবল্ল্যের জন্য অভিনন্দন জানান মুখ্যম্ত্রী।

রামনবমী উদযাপন নিয়ে প্রস্তুতি, কড়া সতর্কবার্তা পুলিশেরও

কলকাতা, ২০ মার্চ : আগামী ৬ এপ্রিল রামনবমী। এবার রামনবমীকে কেন্দ্র করে পূর্ণ উদ্দ্যমে উদযাপন করতে পরোক্ষভাবে আগ্রহী বিজেপি এবং আরএসএস-এর একাংশ। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে নানা স্তরে। অন্যদিকে কোমর বাঁধছে পুলিশও।রাজ্যের পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ রামনবমী আগামী ৬ এপ্রিল। তায় আবার রামনবমী এবং বিজেপির প্রতিষ্ঠাদিবসের তারিখও এ বার মিলে গেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসে রামনবমী উদ্যাপনের সব আয়োজনকে এ বার ছাপিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে সঙ্ঘ পরিবারত্বে, আরএসএস বা সংঘের সহযোগী সংগঠনের ব্যানারে কোথাও কোনও আয়োজন হচ্ছে না। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ-সহ সংঘের ছাতর তলায় থাকা বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরাই রামনবমবী উদ্যাপনের আয়োজনে शामिल হচ্ছেন। শমিল হচ্ছেন বিজেপি কর্মীরাও। কিন্তু সঙ্ঘ বা বিজেপির ব্যানারে নয়। কোথাও আয়োজকের নাম ‘ উদ্যাপন সমিতি’। কোথাও আবার ‘ শ্রীরাম কমিটি’।২০২৫ সালের রামনবমী উদ্যাপনকে ‘ উৎসবের চেহারা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই ধর্মীয় উদ্যাপনের গায়ে কোনও নির্দিষ্ট সংগঠনের ছাপ যাতে না থাকে, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে। অতএব, আরএসএসের তরফ থেকে আয়োজনের বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে কোনও নির্দেশিকাও থাকছে না।এদিকে, ওই দিন নিরাপত্তা নিয়ে আগে থেকেই থাপ্ড থাপডনিরাপত্তা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্ম।। বুধবার পার্ক সার্কাস সতী মাথার মোটে ট্রাক্ষিক পুলিশ কর্মীদের সমাবেশে তিনি নিরাপত্তারক্ষা নিয়ে মন্তব্য করেন। অতীতে রামনবমীকে কেন্দ্র করে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় গোলমালের ঘটনা ঘটেছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পুলিশ সতর্কতা।

কুন্তুমেলার সার্থক পরিসমাপ্তিতে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃউত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুন্তের সার্থক পরিসমাপ্তিতে সম্প্রতি লোকসভায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। অসংখ্য দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁদের প্রয়াসেই কুন্তু মেলা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। মহাকুন্তের সাফল্যতে নানা গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার, সমাজ এবং সমস্ত নিষ্ঠাবান কর্মীদের ঐকান্তিক প্রয়াস এই সাফল্যের ক্ষেত্র রচনা করেছে। দেশ জোড়া ভক্তদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। এছাড়াে উত্তরপ্রদেশের জনসাধারণ বিশেষত প্রয়াগরাজবাসীর অমূল্য সমর্থন ও অংগপ্রহরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।মহাকুন্তের গঙ্গার তীরে উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত অনন্ত প্রয়াসকে তিনি বিব্রিত্রীর বৃকে গঙ্গাকে টেনে আনতে দিকবন্ধীপ্রতীম দীপারথের উদ্যোগের সঙ্গে তুলনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, লালকেল্লায় ভাষণে তিনি সবকা প্রয়াসের এই গুরুত্বের কথাই তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেন, মহাকুন্ত ভারতের মহিমাকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছে। এই মহাকুন্ত অবিচল বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত সম্মিলিত সংকল্প, ভক্তি এবং মানুষের ত্যাগের এক অনন্য প্রকাশ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহাকুন্ত প্রাপ্তিতে চেতনার এক জাগ্রত রূপকে প্রত্যক্ষ করেছে। তা দেখিয়েছে, সচেতনতা বোধ দেশকে নতুন সংকল্প গ্রহণে এবং তার পূর্ণতা প্রতিষ্ঠাতে সাহায্য করে। এই জাতীয় অনুষ্ঠান আয়োজনে রাষ্ট্রের সক্ষমতার প্রশ্ন তরুপরি নানা দ্বিধা এবং আশঙ্কায় ও যথায় যে উত্তর দিয়েছে মহাকুন্তাশ্রমের রূপান্তরমূলক যাত্রাপথের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী এক্ষেত্রে গত বছর রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং এ বছর মহাকুন্তের আয়োজনের এক সমান্তরাল তুলনা টানেন। শ্রী মোদী বলেন, এই জাতীয় অনুষ্ঠান দেশকে আগামী সহস্রাব্দের জন্য তৈরি করে দেয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দেশের সম্মিলিত চেতনা অমিত সক্ষমতার মধ্যে ধরা দেয়। রাষ্ট্রের



ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য মুহূর্তগুলি মানব ইতিহাসের সার্থক হয়ে আগামী প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। শ্রী মোদী ভারতের ইতিহাসিক মাইলফলকসমূহ যা জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার পাশাপাশি নতুন পথনির্দেশ জুগিয়েছে তার ওপরও আলোকপাত করেন। স্বদেশী আন্দোলন আধ্যাত্মিক চেতনার পুনরুত্থানের জন্ম দিয়েছিল। শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসিক ভাষণ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত যেমন ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ, ভগ সিং-এর আত্মবলিদান, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর দিল্লি চলো ডাক এবং মহাত্মা গান্ধীর ডাড্ডি অভিযান নতুন অনুপ্রেরণার দ্যোতক হয়ে রয়েছে। প্রয়াগরাজ মহাকুন্ত সেই অর্থে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক জগরণের যা এক প্রতিকী রূপ বলে তিনি উল্লেখ করেন।প্রায় দেড় মাস ব্যাপী মহাকুন্তে দেশ জাগ্রত উদ্যোগকে প্রত্যক্ষ করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, কোটি কোটি ভক্ত সুবিধা বা অসুবিধার শঙ্কা কাটিয়ে উঠে অবিল বিশ্বাস ও নিষ্ঠারের এতে অংশ নিয়েছেন যা রাষ্ট্রের অনন্ত শক্তিকে তুলে ধরে। মরিশাসে তাঁর সাম্প্রতিক সফরের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহাকুন্তকাল ত্রিবেণী ও প্রয়াগরাজের পবিত্র জল তিনি সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই পবিত্র জল মরিশাসের গঙ্গা তালাও-এ নিবেদনের সময় ভক্তি ও উন্মায়ণের যে এক মহিমাযিত

মুখ্যমন্ত্রীর সফরে বিক্ষোভের নামে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর চেষ্টা, কটাক্ষ কুণালের

কলকাতা, ২০ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লন্ডন সফরে বিক্ষোভের নামে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর চেষ্টা করতে পারে বাম-অভিবাঁহ এবং বিজেপি সর্মথিত মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ইমেলের মাধ্যমে সেই বিশৃঙ্খলার নীল নকশা তৈরি হচ্ছে। যার প্রমাণও রয়েছে মহাকুন্তের মাধ্যমে প্রকাশ্যে এই অভিযোগ আনলেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল মোখ্যকর্দিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রীর বিলোতের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণের দাবিকে ভুলো বলে চিহ্নিত করে হরেক পোস্ট হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে তার প্রভাব পাছে যথেষ্ট। তৃণমূলের দাবি, ডুয়ো খবর, অপপ্রচারের মাধ্যমে লন্ডন সফর নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। সেই ‘সফল না হওয়ায় এবার বিদেশের মাটিতে বাংলাকে বদনাম করার ষাযন্ত্র করছে কিছু ‘

অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন ‘কালীঘাটের কাকু’-র

কলকাতা, ২০ মার্চ :ফের কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে ‘কালীঘাটের কাকু’।অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি জামিনের শর্ত কমানোর আবেদনও করা হয়েছে।নিয়োগ দুর্নীতিতেও অভিযুক্ত ‘কালীঘাটের কাকু’ অসুস্থ থাকবা।চিকিসা জন্ম আদালত অন্তর্বর্তী জাননি মঞ্জুর করেছিল। এবার তার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানানো হয়েছে।হাই কোর্টে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং বিচারপতি অপরূপ সিনহা রায়ের ডিভিশন মেম্বে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছিল। তবে জেল থেকে বেরতেও কালীঘাট শর্ত দিয়েছিলেন তাঁরা।শর্তে বলা হয়েছিল, বাড়ি ও হাসপাতাল ছাড়া কোথাও যেতে পারবেন না।সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। বাড়িতে সর্বক্ষণ জরাজীর্ণ বাহিনী মোতায়েন থাকবে। যে দুটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন, তার নম্বর জানাতে হবে

শ্রীভূমির অসম)২০ মার্চ : শ্রীভূমির জেলা সৈনিক কল্যাণ কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং গুয়াহাটির রাজ্য সৈনিক বোর্ডের পৃথগযোগ্যকতায় গত মঙ্গলবার রামকৃষ্ণ নগরের নর্থ সিংলা অমরখালে প্রাক্তন সৈনিকদের এক পুনর্মিলন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীভূমির জেলা সৈনিক কল্যাণ আধিকারিক জানিয়েছেন যে ওই অনুষ্ঠানে ১২০ জন প্রাক্তন সৈনিক, বিধবা, বীর নারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ৫ জন বৃদ্ধ বয়স্

মণিপুরের চূড়ার্দাপুরে গোষ্ঠী সংঘর্ষ, হত এক, ভাঙুর, ঘায়েল বহু, জারি কারফিউ

ইমফল, ২০ মার্চ : মণিপুরের চূড়াদাপুর জেলা সদরের উপকণ্ঠে জোমি এবং মার উপজাতীয় মানুষের মধ্যে মতানুতন করে সংঘর্ষের ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। নিহতকে বহুর ৫৩-এর জৈনক লালগোপুই পাশুমাতে বলে শাস্তক করা হয়েছে। বুধবার রাজ্য পুলিশের সদর দফতরের এক সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে চূড়াদাঁদপুর শহরের উপকণ্ঠে সংগঠিত হয়েছে সংঘর্ষের ঘটনা। গতকাল দুই জনগোষ্ঠীয় শীর্ষ দুই সংস্থা জোমি এবং মার-দের মধ্যে শান্তি শীমাংসা হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এদিন মার ইনপুই এবং জোমি কাউন্সিল জেলায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে এমন সমস্ত

কার্যকলাপ বন্ধ করতে এক শান্তিতে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এর কয়েক ঘণ্টা পর কতিপয় যুবক জোমি জঙ্গি সংগঠনের পতাকা নামানোর চেষ্টা করলে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়।সূত্রটি বলেন, জোমি জঙ্গি সংগঠনের পতাকা নামানোর চেষ্টা করা হচ্ছে দেখে তাক্ষণিকভাবে হাতে হাতে লাঠিসোটা নিয়ে একলব মানুষ পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। চলে ভাঙুটরের ঘটনা। কেবল পাথর ছোঁড়াই নয়, জনতার মধ্যে থেকে বিবাদী পক্ষকে লক্ষ্য করে গুলিও চালাতে হয়েছিল। পুলিশের সূত্র বলেছেন, তাকে গুলি চালিয়েছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়।জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে নিরাপত্তা বাহিনীকে বেশ বেগ পেতে ছিছিল। শেষে উম্মাও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা কর্মীরা কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং

কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়েছেন।পুলিশ সূত্রের খবর, জোমি-মার সংঘর্ষের পরিয়েপ্রক্ষিতে গোটা চূড়াদাঁদপুর জেলায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে শহরে ম্ল্যাগমার্চ করছে নিরাপত্তা বাহিনী। পরিস্থিতির ওপর কঠোর নজরদারি রাখার পাশাপাশি মাইকযোগে জনগণকে ঘর থেকে না বেরনোর আহ্বান জানানো হচ্ছে।এদিকে চূড়াদাঁদপুর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ধরুন কুমার এক জেলা বিবৃতিতে বলেছেন, ‘সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষই উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের এলাকায় শান্তি পুনরুদ্ধার এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা জরুরি প্রয়োজন’।সকল অংগকে আর কেউনো প্রতিশংসায় জড়িত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে জেলাশাসক ধরুন কুমার এস বলেন, ‘ ব্যক্তি বা

এসে মিলিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত শ্লাঘাকে ভুলে একের উর্ধ্বে আমরা এই সম্মিলিত চেতনা ও বোঝাকে প্রত্যক্ষ করা গেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বিভিন্ন রাজ্যের ব্যক্তিবর্গ পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গমের অঙ্গ হয়ে ওঠেছেন। জাতীয়তাবাদ এবং একের বোধকে যা শক্তিশালী করে। বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ সঙ্গমে যখন হর হর গঙ্গে ধ্বনি তোলেন, তখন তা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের আবশ্যিকতাকে মূর্ত করে তোলে এবং একাত্মবোধের পরিব্যাপ্তি ঘটায়। শ্রী মোদী বলেন, মহাকুন্ত দেখিয়েছে ছোট-বড় ভেদাভেদ নির্বিশেষে ভারতের অপরিসীম শক্তিকে। তিনি বলেন, দেশের নিজস্ব ঐক্যবোধ এত বেশি প্রবল যে তা যে কোন বিভেদমূলক প্রয়াসকে পূর্নসু্ত করে। তিনি বলেন, এই একা ভারতবাসীর এক অসীম প্রাপ্তি, বিভেদদীর্ঘ বিশ্বের কাছে যা এক উল্লেখযোগ্য শক্তি স্বরূপ। তিনি বলেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের বৈশিষ্ট্য। এটা এমন এক অনুভূতি যা সবসময় অনুভব ও প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রয়াগরাজ মহাকুন্তে যা মহিমাযিত হয়ে উঠেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এই অনন্য চরিত্রকে সমৃদ্ধ করে যেতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মহাকুন্ত থেকে যে অনন্ত প্রেরণা জন্ম নিয়েছে সেকথা বলতে গিয়ে শ্রী মোদী বলেন, দেশের নদীগুলির বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাঝে অনেকগুলি নদীই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়িয়ে। মহাকুন্ত থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নদী উসরের প্রথাকে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কারণ এই জাতীয় উদ্যোগ বর্তমান প্রজন্মকে জলের গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করবে। নদীর স্বচ্ছতা প্রাসরে এবং নদী সংরক্ষণকে সূনিশ্চিত করতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণ শেষে বলেন, মহাকুন্ত থেকে যে আত্ম এবং অনুপ্রেরণা অর্জন করা গেছে, রাষ্ট্রের সবকল্প পুরস্কে তা এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠবে। তিনি মহাকুন্তের আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে প্রশংসা এবং দেশজোড়া ভক্তবৃন্দকে অভিনন্দন জানান। তিনি সভার তরফ থেকে তাঁদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপালের



দেরাদুন, ২০ মার্চ : উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপালা। জানা গেছে, উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) গুরমিত সিং বৃহস্পতিবার দিল্লিতে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখারের সঙ্গে সাক্ষা করেন।উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখারে সঙ্গে এটি উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল গুরমিত সিংয়ের সৌজন্য সাক্ষা বলে জানা গেছে। সাক্ষাতের সময় উপরাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্যর খোঁজখবর নেন উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল।

বিশ্ব অনিশ্চিত ও অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, উদ্বেগ প্রকাশ জয়শঙ্করের



নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : বিশ্ব এক অনিশ্চিত ও অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে অতীতের পূজীভূত চাপ এবং ভবিষ্যতের আসন্ন চ্যালেঞ্জগুলি একটি অত্যন্ত সম্ভাব্য উৎপাদন তৈরি করে। উদ্বেগ প্রকাশ করে এই মর্য্যাকরলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে দশম সিআইআই ইন্ডিয়া-এলএসি কনফ্রেতে ভাষণ দেন। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি বলেন, বিশ্ব এক অনিশ্চিত ও অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে অতীতের সঞ্চিত চাপ এবং ভবিষ্যতের আসন্ন চ্যালেঞ্জগুলি একটি অত্যন্ত সম্ভাব্য উৎপাদন।তিনি জোর দিয়ে বলেন, কোভিড-১৯ মহামারী এবং এর দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রভাবিত করেছে, যা স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যকেও প্রভাবিত করেছে। ডঃ জয়শঙ্কর আরও উল্লেখ করেছেন, খাদ্য, জ্বালানি এবং সার নিরাপত্তার জন্য ইউক্রেনের সংঘাত একটি অতিরিক্ত চারের বিষয়। মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, যে কোনও একক ভূখণ্ডে অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের বিপদ থেকে বিশ্ব অর্থনীতিকে ঝুঁকিমুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।

লোকসভায় হইচই, দুপুর পর্যন্ত মূলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন



নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : সংসদের উভয় কক্ষ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত মূলতবি করা হয়েছে। ডিএমকে সাংসদদের টি-শার্ট পরা পোশাক নিয়ে অধ্যক্ষ ওয় বিতলার আপত্তির পরই লোকসভার অধিবেশন মূলতবি করা হয়। নিম্নকক্ষের অধিবেশন শুরু হওয়ার সময় অধ্যক্ষ ওম বিতলা জোর দিয়ে বলেন, সংসদ নিয়ম অনুসারে চলবে। তিনি আরও বলেন, কিছু সদস্য সংসদের নিয়ম এবং মর্যাদা ক্ষুন্ন করছেন।স্পিকার বলেন, তিনি বিরোধী সদস্যদের নিয়ম লঙ্ঘন করতে দেবেন না। তিনি তাদের সংসদ সাংগ করার আহ্বান জানান। কিন্তু ডিএমকে এবং আরও কিছু বিরোধী তায়গ হট্টোয়ানের সৃষ্টি করেন। পরে স্পিকার দুপুর ১২টা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মূলতবি করেন। রাজ্যসভাও দিলের অধিবেশন শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পরে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মূলতবি করা হয়। বুধ রাতের মধ্যাহ্ন ধনখড় ঘোষণা করেন, তিনি তার কক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ফ্লোর লিডারদের সাথে একটি বৈঠক করবেন।

‘নির্যতিতার চোখের জলের দামটা বুঝতে হবে’

৪০ বছর পর শীর্ষ আদালতে মিলল ধর্ষণ মামলার বিচার



নয়াদিল্লি, ২০ মার্চঃ প্রায় বছর চল্লিশ পর অবশেষে মিলল ধর্ষণ মামলার বিচার। ঘটনা ১৯৮৬ সালের। নাবালিকাকে ধর্ষণের মামলায় প্রেফরচার করা হয় রাজস্থানের ২১ বছরের এক যুবককে। প্রথমে ট্রায়াল কোর্টে ওঠে মামলা। এক বছরেই বিচার পান নির্যতিতা। অভিযুক্তকে সাত বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। তারপরেই নিম্ন আদালতের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি দ্বারস্থ হন রাজস্থান হাইকোর্টে। এই দ্বর্ষণের মামলায় জমা মোট ২৬ বছর সময় নেয় সেই আদালতে। তারপর বেশ কয়েক বছর চলে মামলা। অবশেষে ছয় পাতার রায় জারি করে অভিযুক্তকে খালাস করে আদালত। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নাবালিকাকে তার ধর্ষণের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে, সে নীরব থাকে। কোনও উত্তর দেয় না। সেই ভিত্তিতে আদালতে মামলা থেকে রেহাই পান অভিযুক্ত। এরপর এই মামলা ওঠে দেশের শীর্ষ আদালতে। রাজস্থানের হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে

সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হন নির্যতিতা ও তার পরিবার। ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে, কয়েকটা দশকা কিন্তু তখন সেই নৃশংস ঘটনার বিচার পাননি তিনি। অবশেষে বিচারের পর আদালত ঘুরে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি বিক্রম নাথ ও সঞ্জয় কারলের ডিভিশন বেঞ্চে ওঠে এই ধর্ষণের মামলা। সেখানে ২০১৩ সালে রাজস্থান আদালতের দেওয়া রায় খারিজ করে বিচারপতির বেঞ্চ। তাদের পর্যবেক্ষণ, ট্রায়াল কোর্টে ধর্ষণের প্রসঙ্গে নির্যতিতার রেকর্ড বয়ান করা হলে, তিনি চূপ করে থাকেন। শুধুই কাদতে থাকেন। আর এই ভিত্তিতে কখনও উচ্চ আদালত অভিযুক্তকে রেহাই দিতে পারে না। বিচারপতি সঞ্জয় কাডল জানান, ‘‘নির্যতিতার চোখের জলের দামটা বুঝতে হবে। তার নীরবতা কখনওই অভিযুক্তের নির্দেশ সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যম হতে পারে না। বরং এই চোখের জলটাই তার সঙ্গে চলা যন্ত্রণার কথা বলে।’’ দুই বিচারপতির আরও দাবি, সমস্ত মেডিক্যাল এভিডেন্সের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে সেই মেয়েটির উপর যৌন নির্যাতনের মতোই। প্রসঙ্গত, ২১ বছর বয়সে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছিল এই মামলা। কারাদণ্ডের সাজা পেলেও, হাইকোর্টে রেহাই পেয়েছিলেন তিনি। যখন সুপ্রিম কোর্টে মামলা গড়াল তার বয়সে ছুঁয়েছে ৬০। এবার বৃদ্ধ অভিযুক্ত আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ আদালতের।

মধ্যপ্রদেশের ৭ জেলায় শিলাবৃষ্টির সতর্কতা করা হয়েছে



ভোপাল, ২০ মার্চ : মধ্যপ্রদেশে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কিছু জায়গায় বজ্রপাতসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ৭ জেলায় আগামী দুই দিন শিলাবৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। রাজ্যের প্রায় অর্ধেক অংশে ঝড়, বজ্রপাত এবং হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভোপাল ও জবলপুরেও আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৭ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ ২১ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতন্যশ্র, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ চৈত্রঃ চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাহু, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ৫চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৪ চৈত্র ১৯৪৬, মৈত্রেঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ৩ চৈত্র , মুসলিমঃ৫-শা’বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা যষ্টীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃরিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।১৩শ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্র পক্ষ তিথিঃ শুক্লমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ৫ঃ৫১ ১৬ঃ৩৩ এবং ৫৭ঃ০১২.৫ পর্যন্তশ্রক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরগীকরণঃরং রাত্রিঃ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশ্রুত শেষ রাত্রি ৫ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে ভরগীকরণঃরং রাত্রিঃ০৬ঃ০৪ঃ১০ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৩ঃ০০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ২২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবোলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবোলাদিন ০৭ঃ৪০ঃ৫৯ থেকে - ০৯ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীনাঃ রবিঃ৯২২০৩৩৮ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবৃঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।কুন্ত রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ১৫ঃ৪ পশ্চাৎ মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বুধ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিতুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত।কর্কট রাশি সকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত।কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত।তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ১০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে আরও বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। স্বাভাবিকের থেকে তাপমাত্রা থাকবে অনেকটাই বেশি। পশ্চিমের কিছু জেলায় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাসও রয়েছে। সেখানে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃহৎবার কলকাতার ন্যূনতম তাপমাত্রা ছিল ২৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৭ ডিগ্রি বেশি।আগামী ২-৩ দিন দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে। রবিবার তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, বাগুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের দু’-এক জায়গায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় অসম্ভিকর আবহাওয়া থাকতে পারে। আগামী সোমবার পশ্চিম বর্ধমান, বারুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমানের দু’-এক জায়গায় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণের বাকি জেলায়ও থাকবে গরম। জোয়ার-সকাল ৬টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ০২ টা ৫২মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৫টা ৪৬মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৬মিনিট

বারুইপুরে প্রতিবাদে বিজেপি

দূরস্বভার্ভা, ২০ মার্চঃ বারুইপুরের ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি প্রতিবাদ মিছিল হাওড়াতেও, মিছিল পুলিশ আটকাতেই তৈরি হয় উত্তেজনা। বারুইপুরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গাড়িতে হামলার প্রতিবাদে। বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেয় বিজেপি। হাওড়ায় ওই মিছিল পঞ্চাননতলায় বিজেপির হাওড়া জেলা সদর দপ্তরের সামনে থেকে শুরু হয়। মিছিল ফাঁসিতলা মোড় হয়ে হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেলের সামনে পৌঁছতেই সেখানে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। মিছিলকে কেন্দ্র করে হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে হাওড়া ময়দান চত্বরে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশি বাধা অতিক্রম করেই আন্দোলনকারীরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুতুল দাহ করেন। হাওড়া ময়দানে জিটি রোডের ওপরে বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সাময়িক বাকবিতণ্ডা, ধুশুধিস্তি হয়। কিছুক্ষণের জন্য জি টি রোডে স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, পুলিশ বলপূর্বক শাস্তিপূর্ণ মিছিলকে আটকেছে। বিজেপির হাওড়া জেলা সদরের সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য বলেন, বিকেল ৩টে থেকে আমাদের মিছিল হবে এ ব্যাপারে হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনারের কাছে জানানো হয়েছিল। শাস্তিপূর্ণভাবে আমাদের এই আন্দোলন করা হবে সে ব্যাপারে জানানো হয়েছিল। তাঁকে জানানো হয়েছিল আমাদের এই মিছিল হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোড থেকে বঙ্গবাসী মোড় পর্যন্ত যাওয়া হবে। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করা হবে। দু'চারজন বক্তৃতা দেওয়ার পর বেরিয়ে আসা হবে। আমাদের কর্মীদেরও নির্দেশ দেওয়া ছিল শাস্তিপূর্ণ আন্দোলন করার জন্য। কিন্তু শাস্তিপূর্ণ পরিবেশকে অশান্ত করলেন ওরা। আমাদের আটকানো হলো। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় আইন রক্ষক ভরক্ষে পরিণত হয়েছে। এরা বিজেপি কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা করেছে। কোন সনাতন ভাই যদি আক্রান্ত হয় তার জন্য বিজেপির প্রতিটি কর্মী পথে নামবে। এদিনের আন্দোলনে আমরা প্রমাণ করেছি বিজেপি হাওড়ায় মরেনি। বিজেপি আছে। ২০২৬-এ বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। পুলিশ আমাদের দু'জায়গায় আটকেছে। এদিন মহিলা কর্মীসহ কয়েকজন জখম হয়েছেন। এটা পুলিশের কাছে কাঙ্খিত ছিলনা।

হাওড়াতে ভুয়ো ভোটার

দূরস্বভার্ভা, ২০ মার্চঃ হাওড়ার ২৯নং ওয়ার্ডে স্কুটিনি করতেই পাওয়া গেল হাজারের অধিক ভুয়ো ভুতুড়ে ভোটার ! এনহই অভিযোগ ভূপাছেন খোদ ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর। কেবল কয়েকদিনের স্কুটিনিতেই ওই সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে বলে অভিযোগ। ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর শৈলেশ রাই জানান, ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা ২৪,৭৮২। এরমধ্যে স্কুটিনিতে প্রচুর ভুতুড়ে ভোটারের খোঁজ মিলেছে।



বাম জমানায় এদের নাম ভোটার তালিকায় তোলা হয়েছিল বলে তাঁর অভিযোগ। এরা বহু বছর ধরে কেউই এখানে থাকেন না। অনেকে অন্য জেলা বা ভিন্ন রাজ্যে চলে গিয়েছেন। তবুও এখানে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় ধরে রাখা হয়েছে। এমনকি, সরকারি অফিসের ঠিকানায় নাম রয়েছে এমন অভিযোগ রয়েছে বলেও শৈলেশ বাবুর দাবি। চার্চ রোডের কেলভিন কোর্টে রেল কোয়ার্টারেও এরকম ভুতুড়ে ভোটার রয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। বাম জমানায় এভাবে ভুতুড়ে ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় তোলা হয়েছিল বলে শৈলেশ রাইয়ের অভিযোগ। এবিষয়ে মধ্য হাওড়ার বিধায়ক তথ্য রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূণ রায় বলেন, সমস্ত তথ্য আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি। অবিলম্বে এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।

অভিযোগ, জেহাদি সরকার

দূরস্বভার্ভা, ২০ মার্চঃ আজকের পশ্চিম বঙ্গের সরকার জিহাদিদের সরকারে পরিনত হয়েছে, নব্বদীপ পথ অবরোধ কর্মসূচী থেকে তৃণমূলেকে আক্রমন বিজেপির। গতকাল মঙ্গলবার বারুইপুরে বিজেপি সভায় যাওয়ার সময় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয় এবং তার উপর তৃণমূলী ওম্বাদের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয়, সেই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে বৃহস্পতিবার বিকালে নদীয়া জেলার নবদ্বীপ - কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে গৌরাঙ্গ সেতু রোডের ব্যস্ততম নবদ্বীপ রেলগেট এলাকায় পথ অবরোধ কর্মসূচীর আয়োজন করে। আর এই কর্মসূচী থেকেই বিজেপ নেতা সমীর রায় বক্তব্য দিতে গিয়ে গতকালের ঘটনার বিবরন সহ ছদ্মায়ন কবিরের সম্প্রতি বক্তব্যকে তুলে তৃণমূল সরকারকে জিহাদি ধরে সরকার বলে আক্রমণ করে, পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু কান কাটা বলেও কটাক্ষ করে।

এদিন বিজেপির ডাকা পথ অবরোধের ফলে কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ রাজ্য সড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য, জেলা সহ শহর ও ব্লকের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থক।

বারুইপুরে শুভেন্দু অধিকারী আক্রান্ত

দূরস্বভার্ভা, ২০ মার্চঃ বুধবার বারুইপুরে শাসক দলের হাতে আক্রান্ত হয় বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী একই ভাবে আক্রান্ত হয় শুভেন্দু অধিকারীর সাথে থাকা একাধিক বিজেপি বিধায়ক। আর শাসক দলের যুগ্ম কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার বিধানসভার বাইরে সহ সারা রাজ্য বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করলো বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা আর এদিন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে বাসন্তী,ক্যানিং, গোসাবা,কুলতলি, মগরাহাট ও জয়নগরে পালন করা হয় এই কর্মসূচি এদিন বিকালে জয়নগর থানার মোড়ে ঝিকার, বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করলো বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। এদিন এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক আলোক হালদার, বিজেপির জয়নগর তিন নম্বর মন্ডল সভাপতি শংকর চক্রবর্তী সহ বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক। এদিন টায়ার জালিয়ে প্রতিবাদ করা হয় শাসক তৃণমূল দলের বিরুদ্ধে। বারুইপুরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গাড়িতে হামলার ঘটনায় শিলিগুড়িতে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচি। এদিন শিলিগুড়ির হাসমিকক এর দলীয় কার্যালয়ে এর সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শিলিগুড়ির রাজপথ হিলকার্ট রোড প্রারিক্রমা করে পুনরায় হাশমিচক এ এসে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষ হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরূণ মণ্ডল সহ অন্যান্য কর্মীরা। শিলিগুড়িতে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচি। এদিন শিলিগুড়ির হাসমিচক এর দলীয় কার্যালয়ে এর সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শিলিগুড়ির রাজপথ হিলকার্ট রোড প্রারিক্রমা করে পুনরায় হাশমিচক এ এসে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষ হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরূণ মণ্ডল সহ অন্যান্য কর্মীরা।

চা শ্রমিকদের উত্তরকন্যা অভিযান

দূরস্বভার্ভা, ২০ মার্চঃ চা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে উত্তরকন্যা অভিযান। চা বাগানের জমি পর্যটনের কাজে ব্যবহারের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং বকেয়া মজুরি ও বোনাসের দাবিতে আজ শিলিগুড়িতে চা শ্রমিকদের প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়ে। তরাই ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা শ্রমিক সর্গঠনগুলোও উদ্যোগে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। আজ সকাল থেকেই চা শ্রমিকরা শিলিগুড়ির জলপাই মোড়ে জড়ো হতে শুরু করেন। পরে সেখান থেকে একটি বিশাল মিছিল আয়োজন করা হয়, যার গন্তব্য ছিল উত্তরকন্যা, মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরঙ্গরে প্রশাসনিক দফতর। চা শ্রমিকরা দাবি তোলেন, চা বাগানে ৩০ শতাংশ জমি পর্যটনের জন্য ব্যবহার করা হলে শ্রমিকদের বাসস্থান ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। তাঁরা এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান।

পাঠ্য পুস্তকের ওপরে আগ্রহ নেই

দূরস্বভার্ভা, ২০ মার্চঃ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছে। যেভাবে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে আদালতে মামলা চলছে এবং



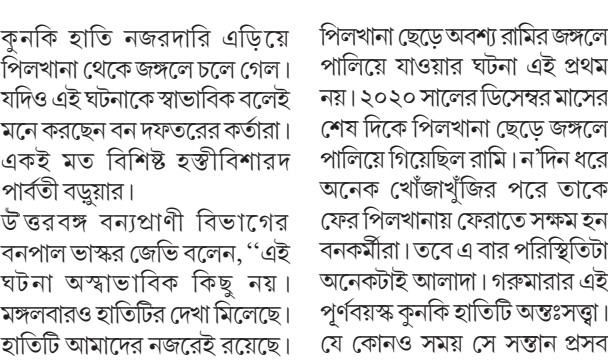
তাতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী জড়িত হয়ে গিয়েছে তার ফলে বাংলার শিক্ষার পরিবেশ ক্রমাশ সঙ্কুচিত হতে শুরু করেছে। তার ওপরে যেভাবে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে এবং অনলাইন পঢ়াশুনা চালু করতে গিয়ে পাঠ্য পুস্তক নিয়ে পড়ারটা এখন বেশ বিতর্কের মধ্যে রয়েছে। সকলেই এখন অনলাইন স্কুল এবং শিক্ষার ওপরে আগ্রহ প্রকাশ করছে। পাঠ্য পুস্তকের ওপরে আগ্রহ নেই ছাত্রদের। আগামী বছর সিমেন্টার পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেন্টার মিলিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের মূল্যায়ন হবে। ফলে, তৃতীয় সিমেন্টারের গুরুত্ব এখন অনেকটাই বেশি। বাংলা, ইংরেজি বইয়ের সহায়িকা বইও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।; প্রতীকী চিত্র। স্কুলের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেন্টারের ক্লাস। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বাংলা, ইংরেজি এবং শারীরশিক্ষার বই শিক্ষা দফতর থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের একাংশ জানাচ্ছেন, বাংলা-ইংরেজি বাদে অন্য বইগুলি যেমন এখনও পর্যন্ত

হাতিরা খুবই স্পর্শকাতর এবং আরাম প্রিয় তারা

আগাম বিপদের গন্ধ অনুভব করে সতর্ক হয়

দূরস্বভার্ভা, ২০ মার্চঃ বনের হাতিরা বেশি স্পর্শকাতর। তারা আগাম বুঝতে পারে যে কী হতে চলেছে। সেই কারণে তারা সতর্ক হয়ে চলাফেরা করে। যদিও হাতি অতি সহজেই পোষ মানে এবং মানুষের বিভিন্ন কাজে হাতি সহযোগিতা করে থাকে। হাতির মতো উপকারী জন্তু মানুষের আর নেই বলা যেতে পারে। অতীত কালে হাতি পিঠে চেপে যুদ্ধ করতে রাজারা। হাতি ছিল একমাত্র বাহন। পরে ঘোড়া এসে উপস্থিত হয়। হাতি আছে বলে বনের বহু কঠিন কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। সেই হাতি এত বেশি স্পর্শকাতর যে তারা যে কোনও বিন্যদের গন্ধ আগাম গবে সতর্ক হয়।

সেই কারণে হাতি মানুষের যেমন প্রিয় হয় পাশাপাশি আবার মানুষের ভয়ঙ্কর শত্রু রূপে উপস্থিত হতে বেশি সময় নেয় না। তবে হাতি খুব পোষ মানে। দু'দিন ধরে নিখোঁজ জলাপাই গুড়ির গরুমারা জাতীয় উদ্যানের গর্ভবতী হাতি রামি। রবিবার বিকেল থেকে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তার খোঁজে জঙ্গলে কুনকি নিয়ে ভ্রমশি চলিয়েও হৃদিস পায়নি বন দফতর। মঙ্গলবার তার দেখা মিলেছে। তবে এখনও তাকে



কুনকি হাতি নজরদারি এড়িয়ে পিলখানা থেকে জঙ্গলে চলে গেল। যদিও এই ঘটনাকে স্বাভাবিক বলেই একে করছেন বন দফতরের কর্তারা। মনে রাখতে বিশিষ্ট হস্তীবিদ্যারদ পাবতী বদ্যুয়ার। উত্তর বঙ্গ বন্যপ্রাণী বিভাগের বনপাল ভদ্রার জেড়ি বলেন, “এই ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মঙ্গলবারও হাতিটির দেখা মিলেছে। হাতিটি আমাদের নজরেই রয়েছে।



মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে আশা পুরসভার বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার লিলাুয়ায় বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ভূগর্ভ পানীয় জলের পাইপ ফেটে বিপত্তি ঘটে। এর জেরে জল সরবরাহ ব্যাহত হয় বিস্তীর্ণ এলাকায়। এর পাশাপাশি জলময় হয়ে পড়ে ভাগাড় সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকা। পুরসভার তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বেলগাছিয়ায় ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের

সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। ওইসব অঞ্চলের ওয়ার্ডগুলিতে পুরসভার তরফ থেকে জলের ট্যাকার সরবরাহ

বাজারে আসেনি, তেমনই শিক্ষা দফতর থেকে বিনামূল্যে দেওয়া বাংলা ও ইংরেজি বইও স্কুলে এসে পৌঁছায়নি। শিক্ষকদের একাংশের অভিযোগ, বাংলা ও ইংরেজি বইগুলি যে হেতু বাজারেও পাওয়া যায় না, তাই তাদের হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হচ্ছে। শিক্ষকেরা জানান, যে সমস্ত বই বাইরের প্রকাশকেরা প্রকাশ করেন, সেই বইগুলির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। ওই প্রকাশকেরা বইগুলি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে জমা দেন। সেগুলি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে যাচাই করানোর পরেই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের থেকে টেন্ডট বুক (চিবি নম্বর) নম্বর পাওয়া যায়।এ ভাবে কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে তবেই সেই পাঠ্যবই ছাপানোর অনুমতি পান ওই প্রকাশকেরা। তাই অনেক সময়ে বেসরকারি পাঠ্যবই বাজারে আসতে দেরি হয়। তবে, বাংলা ও ইংরেজি বইয়ের ক্ষেত্রে এমন কোনও নিয়ম নেই। কারণ, সরকারই তা প্রকাশ করে। তা হলে কেন সেই বইগুলি আগেই প্রকাশিত হবে না, সেই প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষকদের আরও অভিযোগ, কোনও স্কুলের দাপ্তর শ্রেণিতে যত সংখ্যক পড়ুয়া পড়ে, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ঠিক ততগুলি বই-ই পাঠায়। শিক্ষকদের জন্য আলাদা করে কোনও বই পাঠানো হয় না। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিত্তিরঞ্জ বট্টাচার্য যদিও এ বিষয়ে বলেন, “এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ক্লাস শুরুর আগে বাংলা-ইংরেজি বই স্কুলে পাঠানো হবে। কোনও স্কুলে যদি শিক্ষকদের বই লাগে, তা হলে ক’টা বই লাগবে, সেই সংখ্যা লিখিত ভাবে দিবেই পড়ুয়াদের বইয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত বইও পাঠানো হবে।” স্কুলে বই পাঠানোর সিদ্ধান্তকে ক্রত করার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু হয়েছ

কন্যাশ্রী প্রকল্পে টাকা নিয়েছে বিবাহিত

দূরস্বভার্ভা, ২০ মার্চঃ কারও বিয়ের দু’বছর হয়েছে,আবার কারও বিয়ের তিন বছর হয়েছে। অনেকেইই কোলে সন্তান রয়েছে। অবিবাহিত দেখিয়ে কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা পেতে স্কুলে আবেদন করেছিলেন।বিভিওর তথ্য যাচাইয়ে উঠে আসলো একাধিক ভুয়া কন্যাশ্রী। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মশালদহ অঞ্চলের ঘটনা। বৃহস্পতিবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের জয়েন্ট বিডি ও সোনাম ওয়ার্ডডি লামা জগন্নাথপুর হাই মাদ্রাসার কন্যাশ্রী প্রকল্পের একাধিক আবেদনপর হাতে নিয়ে তথ্য যাচাইয়ে যান মশালদহ অঞ্চলের তালগাছি ও করকরিয়া গ্রামে। আবেদনকারী ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্তে উঠে আসলো একাধিক ভুয়া কন্যাশ্রী। আবেদন প্রত্র বাতিল করেন বিডি ও ছাত্রীদের যাতে পড়াশোনার জন্য কোনও রকম আর্থিক সমস্যা না হয় তার জন্য রাজ্য সরকার চালু করেন ‘কন্যাশ্রী প্রকল্প’। ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়েদের পড়াশোনায় খরচ করার জন্য বছরে ১০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। পাশাপাশি ১৮ বছরের পরেও তারা অবিবাহিত থাকলে এককালীন দেওয়া হয় ২৫ হাজার টাকা।আর সেই ২৫ হাজার টাকা পেতে অবিবাহিত দেখিয়ে বিয়ের পর আবেদন করেছিলেন ছাত্রীরা বলে অভিযোগ। যা ছাত্রী ও তার পরিবারের লোকেরা স্বীকার করেছেন।অভিযোগ, দুই মাস আগে পঞ্চায়েত ও ব্লকের কর্মীর পরিচয় দিয়ে দু’জন ব্যক্তি কন্যাশ্রীর আবেদন পর নিয়ে এসেছিলেন। প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে পরিবার থেকে ২-৫ হাজার টাকা করে হাতিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।রুক প্রকাশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্লকের এক কর্মী জড়িত রয়েছে। তিনি ফিল্ড ভেরিফিকেশনে গিয়ে টাকা আদায় করে মিথ্যা রিপোর্ট ব্লকে জমা করেছেন। তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

শুক্রবার, ২১ মার্চ, ২০২৫ - ৩

ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানা গেল

দূরস্বভার্ভা, ২০ মার্চঃ সহায়কমূল্যে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। তবে পশ্চিম মেদিনীপুরে ওই লক্ষ্যমাত্রা এ বার পূরণ হবে কি না, সংশয় রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার নিরিখে এ জেলায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬০ শতাংশ ধান কেনা হয়েছে। বাকি রয়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ কেনা। জেলার খাদ্য নিয়ামক অবশ্য বলেন, “লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।” গতবার পশ্চিম মেদিনীপুরে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লক্ষ ৭

মরসুমের ধান ওঠার পর প্রতি বছর নভেম্বর থেকে শুরু হয় সহায়কমূল্যে ধান কেনা। এ বারও তাই হয়েছে। মূলত, অভাবি বিক্রি ঠেকাতে সহায়কমূল্যে ধান কেনা হয়। সহায়কমূল্যে ধান কেনা পর্বে অনিয়ম-বেনিয়মের অভিযোগও ওঠে। ফড়িদের একাংশ ‘চাষি’ সেজে সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করে, মুনাফা লোটে বলে অভিযোগ। এই পর্বে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এ বার বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে প্রশাসন। জেলার খাদ্য নিয়ামক বলেন, “জেলায় সবমিলিয়ে ৪১টি সিপি



হাজার মেট্রিক টন। সেখানে এ বার রাখা হয়েছে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার মেট্রিক টন। রাজ্য থেকেই এই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেওয়া হয়েছে। কয়েক মাস আগে ঘাটাল-সহ জেলার একাংশে পৈতৃপাতি দু’বার বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তার জেরে ধান চাষ নষ্ট হয়েছিল। ফলে, ফলনও কমেছিল। তাই এই লক্ষ্যমাত্রা কমানো হয়েছে বলেই অনেকের অনুমান। গত নভেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছে সহায়কমূল্যে ধান কেনা। জেলায় ধান ক্রয়ক্ষেত্র (সিপিসি) চালু রয়েছে ৩৪টি। পাশাপাশি, ধান কেনার ভ্রাম্যমাণ শিবিরও (মোবাইল ক্যাম্প) চালু রয়েছে বলে দাবি। পাশাপাশি, বেশ কিছু কৃষি সমবায় সমিতি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীও শিবির করে ধান বিক্রে। উল্লেখ্য, পশ্চিম মেদিনীপুরে গতবারও ধান কেনার লক্ষ্যপূরণ হয়নি। কেনা হয়েছিল প্রায় ২ লক্ষ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন ধান। অর্থাৎ, লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৫৮ শতাংশ ধান কেনা হয়েছিল। বাকি থেকে গিয়েছিল ৪২ শতাংশ কেনা। এ বারও পরিস্থিতি তেমনই। এ বার অবশ্য ধানের সহায়কমূল্য বেড়েছে। গতবার সহায়কমূল্য ছিল কুইটালপিছু ২,১৮৩ টাকা। সেখানে এ বার ১১৭ টাকা বেড়ে হয়েছে ২, ৩০০ টাকা। চাষি সরাসরি ধান ক্রয়ক্ষেত্রে (সিপিসি) এসে ধান বিক্রি করলে, সে ক্ষেত্রে তিনি কুইটালপিছু অতিরিক্ত ২০ টাকা উৎসাহভাতা পান। অর্থাৎ, সে ক্ষেত্রে কুইটালপিছু তিনি পান ২,৩২০ টাকা। ‘আমন

গড়িয়া অঞ্চলের ফুচকা ব্যবসায়ী মৃত

দূরস্বভার্ভা, ২০ মার্চঃ গড়িয়ায় এক ফুচকা ব্যবসায়ীর মৃতদেহকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। গড়িয়ার কয়লাপট্টি এলাকায় মদ্যপানকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য অশান্তির জেরে এক ব্যক্তির আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিলা। বৃহস্পতিবার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রমাদেশের বুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি পেশায় ফুচকা ব্যবসায়ী ছিলেন এবং গড়িয়া সেশন সলগ্ন কয়লাপট্টি এলাকায় পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতেন।পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দিলীপ প্রায়ই মদ্যপান করতেন। এই নিয়ে স্ত্রী ও তার মনোবীর্ধন ধরে অশান্তি চলছিল। প্রায় প্রতিদিনই স্ত্রীর সঙ্গে তার ঝগড়া লেগে থাকত।বুধবার রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তীব্র বিবাদ বাধে।বৃহস্পতিবার সকালে পরিবারের লোকজন তাকে ঘরের ভেতরে বুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দিলীপের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে তার। এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে স্ত্রীর পাশাপাশি পরিবারের অন্য সদস্যরাও ভেঙে পড়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, পারিবারিক অশান্তির কারণেই তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রামনবমী ও ঈদ উৎসবে সিপিএম

দূরস্বভার্ভা, ২০ মার্চঃ রামনবমী এবং ঈদ উপলক্ষে সর্বত্র সস্ত্রীতি শিবির করবে সিপিআইএম। - বৃহস্পতিবার মোজাফর আহমেদ ভবনে এক সাবাদিক বৈঠকে সিপিআইএম সাংসদ মোহাম্মদ সলিম জানান গোটা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষ করে এই রাজ্যে উৎসবকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি করা হচ্ছে। গত বছরও রামনবমী উপলক্ষে রিষড়া, শিবপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা হয়েছিল। এই বছরে দোল উৎসবের সময়ও কয়েকটা জায়গায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। তিনি জানান এখন উৎসবের মরসুম। উৎসব মানে আনন্দ, একে অপরের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিকে রামনবমী অন্যদিকে ঈদ হবে। তাই উৎসবের মরশুমে বিগত বছরের মতো এই বছরেও যাতে কোনরকম অশান্তি বা দাঙ্গা না হয় তার জন্য আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে সিপিআইএম এর তরফ থেকে সর্বত্র সস্ত্রীতি শিবির করা হবে। সাধারণ মানুষ যাতে বিনা বাধায়, সৃষ্ট ভাবে উৎসবের শামিল হতে পারেন তার জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গা, গ্রাম, পাড়া সব জায়গায় এই সস্ত্রীতি শিবির হবে। এছাড়াও এই সাংবাদিক বৈঠকের শেষে ভগৎ সিং এর ওপর একটি ই-বুক প্রকাশ করেন সাংসদ মোহাম্মদ সলিম।

দিনহাটা আদালতে তৃণমূল বিধায়ক

দূরস্বভার্ভা, ২০ মার্চঃ দিনহাটা আদালতে হাজিরা দিতে এসে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে করলেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক রঞ্জন দে। বৃহস্পতিবার ২০১৭ সালের তৃণমূলে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, এর গত কয়েকদিন আগে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রধানও তৃণমূলে যোগদান করেন। ফলে ওই গ্রাম বেলো মদ্যে তৃণমূল নেতাদের। এদিনের যোগদানে তৃণমূল তিলক চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহিষাদল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুদর্শন মাইতি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বাৰ্তা

৩০ বৰ্ষ, দৈনিক ১০৯ সংখ্যা, শুক্ৰৱাৰ ৭ চেঁচৰ ১৪৩১

বাংলাৰ কবি জসীমউদ্দীন

জীবনের প্রথম কোনও সাহিত্য সভায় আমন্ত্রণ। সংগঠকরা কবিকে চেনেন না, রেলস্টেশনে নেমে কবি দেখলেন কেউ তাকে অভ্যর্থনা করতে আসেন নি। তবে বিশ, পঁচিশের মত লোক ছিলেন,তারা কারও জন্য অপেক্ষা করলেন, জানালেন কবি জসীমউদ্দীনের এই গাড়িতে আসার কথা, তাঁর জন্যই তারা অপেক্ষা করছেন। তরুণ কবি নিজের পরিচয় দিলেও তাদের সেকথা বিশ্বাস হল না। পরে অবশ্য ভুল ভাঙলে বিশ্বাসের পালা। কাজী নজরুল ইসলামের যদি হয় ‘বিশ্বেশী’, জীবনানন্দ দাশের ‘বনলাভ সেন’, জসীমউদ্দীনের তেমন ‘কবর’। খুব ছোট বয়সে প্রেম, বিদ্বেহের কবিতা না লিখে জসীমউদ্দীন লিখেছেন স্বজনহারা বুদ্ধের করুণগাথা। কবিতা পড়ে পাঠকরা বুঝতে পারেন না এই কবিতা এক তরুণের সৃষ্টি। জসীমউদ্দীনের ‘কবর’ যখন ম্যাট্রিক ক্লাসের পাঠ্য হয় কবি তখনও বি এ পাশ করেন নি। দীর্ঘশেচন্দ্র সেন, জসীমউদ্দীন কে বলেছিলেন ‘ তোমার কবিতাটি ম্যাট্রিক ক্লাসের পাঠ্য হয়েছে আমার যতদূর জানা আছে পৃথিবীর কোনও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ছাত্রের লেখা এ পর্যন্ত পাঠ্য হয় নাই’। একবার এক সাহিত্য সভা থেকে কিরছিলােন কবি নির্মলেন্দু গুণ। পদ্মার উপর নৌকায় বসে, হঠাৎ নৌকা একটু বেসামাল হয়ে উঠল। নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গী গোলাম সাবদার সিদ্দিকি মাঝিকে ঈশিয়ারি দিয়ে বললেন ‘মিয়া একটু সাবধানে নৌকা চালাও এখানে বাংলা সাহিত্যের বড় বড় সব কবিরা আছেন’। বৃদ্ধ মাঝি সেকথা শুনে কার্যত হতবাক হয়ে পড়লেন। তাঁর ধারণা জসীমউদ্দীনের পরে কেউ কবি হতে পারেন না। এমনকি স্বয়ং নির্মলেন্দু গুণের পিতাও পদ্মানদীর মাঝির মত মনে করতেন বাংলা সাহিত্যে কবি বলতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জসীমউদ্দীন। তাঁর ছেলে যে কবি পিতা সেকথা বিশ্বাসই করতেচাননি। পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের অসম্ভব জনপ্রিয়তার অনেকটা হদিশ মেলে প্রবীন মাঝি কিংবা নির্মলেন্দু গুণের পিতার বিশ্বাসে। জসীমউদ্দীন সবসময় স্বপ্ন দেখতেন কলকাতায় সাহিত্য মহলের স্বীকৃতি। মনে মনে বিশ্বাস করতেন কলকাতায় আসলেই তিনি কবি হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যাবেন। তবে জসীমউদ্দীনের পিতৃদেবের এই বিষয়ে একদমই সায় ছিল না, বরং তিনি মনে করতেন পুত্রের এই কবিতা লেখার বেশায় পড়াশোনা ক্ষতি হচ্ছে দেশেই তখন ইংরেজ বিরোধীতা বাড়াচ্ছে,পল্লীকবিও পড়াশোনা ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। উঠলেন বোনের বাড়িতে। তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় নিজেই অর্থের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। শুরু করলেন রাস্তায় নেমে খবরের কাগজ বিক্রি। গরম -গরম খবর হেঁকে বিক্রি করতেন। মানুষ আকৃষ্ট হলে তার বলার দিগ্ধমায় বহু সমর্থ খরাস আর পল্লিদের পর সব কপি কাগজ বিক্রি হলে লাভ হত চোদ্দ পয়সা। এর সঙ্গে কবিতা লেখা চলছিল। জসীমউদ্দীনের মতো পাত্রকে জমাই করা মোহোনেউদ্দীন এক কথায় নাচক করে দিগন্ত ছেঁয়। শ্বশুরমশাইকে সাতপোতার চিঠি লিখলেন তিনি; আপনি কি পাগল হইয়া গেলেন। এই লোকটা (জসীমউদ্দীন) পাগল। চরে ঘুরে বেড়ায়। গান গেয়ে বেড়ায়। ভাবের গান, আধ্যাত্মিক গান, মূর্শিদি গান।

লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র অনুরাগী ভারতের শিল্প ও সাহিত্যজগৎের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়। লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় বা রাণু মুখার্জি রবীন্দ্র অনুরাগী ভারতের শিল্প ও সাহিত্যজগৎতের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ভারতের চারুকলা প্রতিষ্ঠান আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস, কলকাতায় প্রভৃতিত। ফরাসি সরকারের লিজিয়ার্ দ্য নরে সম্মানিতা বাঙালি মহিলা। রাণু মুখোপাধ্যায়ের আদি নিবাস বৃটিশ ভারতের অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার টুঙ্গি গ্রামে হলেও জন্ম উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে পিতার কর্মক্ষেত্রে। পিতা ফণীভূষণ অধিকারী ছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের নামজাদা অধ্যাপক। তবে রাণুর জন্মের সময় ফণীভূষণ কাশীর হিন্দু সেন্ট্রাল কলেজে ছিলেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠাকালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ দেন। মাতা সুগায়িকা সরস্বতীলা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগরের বাসিন্দা সংস্কৃত পণ্ডিত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা। তিনি আনি সোসান্ত্রে খ্রিস্টানধর্মীকাল স্কুলের অবৈতনিক সঙ্গীত শিক্ষিকা ছিলেন। সরস্বতীলা তার বড়দাদা কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ পাঠিকা ও অনুরাগিণী হন। পরে তিনি কাশীতে রবীন্দ্রচর্চা ও প্রসারের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। রাণুর পিতৃদত্ত নাম ছিল প্রীতি। সরস্বতীলার প্রভাবে ফণীভূষণও রবীন্দ্রভক্ত হন। পরিবারের এমন রাবীন্দ্রিক পরিবেশে শিক্ষা লাভে ‘প্রীতি’ হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহধন্যা ‘রাণু’। সরস্বতীলা যেমন রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ পাঠিকা ও অনুরাগিণী ছিলেন, সেই রকম রাণুর মধ্যে সেগুলির প্রকাশ ঘটেছিল আর সেই সাথে পেয়েছিলেন মায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা। কাশীর অ্যানি বেসান্ট স্কুলের ছাত্রী রাণু এগারো বৎসর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’ পড়ে শেষ করে। সেই সাথে - ‘গোরা’, ‘নৌকাডুবি’, ‘জীবনস্মৃতি’, ‘ছিন্নপত্র’, ‘বিসর্জন’, ‘ভাকঘর’, ‘অচলায়তন’, ‘রাজ’ ও ‘শারদোৎসব’ প্রভৃতি। রাণু শান্তিনিকেতনে থাকার সময় চিত্রকলা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নেন নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ করের কাছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে রাণুর পিতা ফণীভূষণকে শান্তিনিকেতন বিদ্যাভবনে ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে কাজ করার জন্য ডেকে এনেছিলেন। রাণুর বড় দিদি আশা আর্থানায়কম অনেক দিন স্বামীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে কাজ করেছেন। শান্তিনিকেতনে রাণু ও তার অসমবয়সী ‘ভানুদাদা’কে নিয়ে অনেক গল্প রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের লেখা ২০৮ টি আর রাণুর লেখা ৬৮ টি চিঠি সংবলিত ‘ভানুসিংহের পত্রাবলী’তে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে

সাধক রামপ্রসাদ



সাধক রামপ্রসাদ মাকে বলছেন, দে আমায় তবিলদারী। টাকা দে। পরস্যা দে। টাকা পরস্যা না থাকলে কেউ মান্য করতে চায় না। সকলেই আমাকে অপমানিত করে। সমাজ থেকে শুরু করে পরিবার সকলেই অবহেলা করতে থাকে। মায়ের কাছে সেই কারণে ঠাকুর রামপ্রসাদ বলতেন, মা তুই আমায় টাকা দে। তোর কাছে আর কিছু আমি চাই

কোথা থেকে হিন্দু ধর্মে শুরু হল তা এখনও সবার কাছে অজানা, হিন্দু ধর্মের উৎস কোথায় তা আবিষ্কার করতে চলছে ব্যাপক অনুসন্ধান এবং গবেষণা

বিবেষ প্রতিবেদক

সুদূর অতীত থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টদেবতাকে আরাদনার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। তবে এই পৃথিবীতে শুধু হিন্দুসম্প্রদায় নয়, মানসিকতা ভেদে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য গ্রহণের কন্মবেশি প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন;খৃষ্টানদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের



মানুষেরা যীশু ও মা মেরী উভয়েরই মূর্তি গড়ে তাঁদের নিয়মমত উপাসনা করে থাকেন। কিন্তু অন্যদিকে প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মানুষেরা আবার মা মেরীর পূজাকে স্বীকার করেন না। খৃষ্টানদের ব্রিতত্ত্ব আসলে এই উপাস্যভেদের প্রকারভেদমাত্র। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যেও অধিকাংশ মুসলমানদের থেকে সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে মতের পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। তারা আয়নল হক্ক (সোহহং) বলতে কোন দ্বিধা করেন না।ইসমাইলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা আবার তাঁদের ধর্মগুরুকে উপাস্যের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুরা সেই অতীত থেকেই প্রকাশ্যভাবে উপাস্যভেদ স্বীকার করে এসেছেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। আর অসংখ্য দেবদেবীর উ পাসক, পৌত্তলিক, বহু-ঈশ্বরবাদী প্রভৃতি বিশেষণগুলি আজও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিই প্রযোজ্য করা হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হল যে, বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রে বিভিন্ন দেবদেবী অভিন্ন; একথা বলবার পরেও এই ধর্মে উপাস্যভেদকে কেন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে? এর পিছনে থাকা যুক্তি ও যুক্তিগ্রাহ্য কারণের ব্যাখ্যাও কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে রয়েছে। এই প্রবন্ধে সেই ব্যাখ্যাই সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হল। আধুনিকযুগের সাধকদের মধ্যে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবই

শিষ্য ও ভক্তদের পথনির্দেশ

দিয়েছেন বা দিয়ে থাকেন। যেমন; ইসলামধর্মের নবী পরিকল্পনাবেই বলেছিলেন যে, তাঁর প্রদর্শিত পথ যিনি স্বীকার করবেন না, তিনি বিধর্মী; দোজখের তাঁর জায়গা হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধু মহাত্মারা এতটা কঠোর না হলেও রামকৃষ্ণদেবের মত এই উদার যোষণা এখনও পর্যন্ত খুব কম সাধকই করতে পারছেন। আর রামকৃষ্ণের বহুগুণ আগে মহাকাবের যুগে অন্য যে ব্যক্তিটি এধরণের উক্তি করতে পেরেছিলেন, তাঁর নাম হল যুধিষ্ঠির। এপ্রসঙ্গে এখানে মহাভারতের বনপর্বের সেই কাহিনীটি স্মরণীয়, যেখানে ছদ্মবেশি ধর্মের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে যুধিষ্ঠিরের চারভাই ও দ্রৌপদী যখন মৃত বা মৃতসন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, সেই সময়েও যুধিষ্ঠির ধর্মের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিজের ধৈর্য্য এবং অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন। ছদ্মবেশী ধর্মের ‘কং পশ্চাৎ;পথ কি;এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির তাঁকে বলেছিলেন; তব্দা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনিস্য মন্তং ভিন্নম্। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহ্যম্ ভিন্নম্।মহাজনো যেন গতঃ স পশ্চাৎশ্চ। অর্থাৎ;বেদ স্মৃতি সবই ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। নানা ধর্মই নানারকমের মত প্রকাশ করেন। মৃততত্ত্ব নিখুঁত। এর নিরূপণ খুবই দুর্লভ। তাই মহাপুরুষেরা যে পথ নির্দেশ করেন সেপথে চলাই

আদর্শ শিশু সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয় গড়পার রায়চৌধুরী পরিবার

বিশেষ প্রতিবেদক

অনেকদিন আগের কথা। আমি তখন দশ-এগারো বছরের বালক মাত্র। বাবার হাত ধরে শিয়ালদা স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরছি। বাবা হাতে ধরিয়ে দিলেন লালাচে খসখসে পাতার না মোটা না পাতলা একটা বই।



বিশ্বাস করুন, সে বইয়ে কী ছিল তার বিবুদ্বিসর্গ আমার মনে নেই। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে বইয়ের মলাটটা। আকাশে খেলে যাচ্ছে বহুবর্ণ রঙের ছটা, তারই মধ্যে লম্বা এক গাছের পাশে এক বাঘের গায়ে হেলান দিয়ে বই পড়ছে টিকি মাছাটাকে টেকে। বাঘের পিঠেভর দিয়ে এক সারস দাঁড়িয়ে আর দূরে তাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে এক কোলা ব্যাঙ। সবার মুখ হাসি হাসি। আকাশের গায়ে বঁাকা ক্যালিগ্রাফিতে লেখা ‘সন্দেশ’। পরে জেনেছিলাম অসাধারণ এই প্রচ্ছদটি নাকি স্বয়ং সুকুমার রায়ের আঁকা-যা পরে বহুব্যার প্রিন্ট করা হয়। আসলে সন্দেশ এর ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে অসামান্য সব প্রচ্ছদ

যুক্তিসম্মত।

তাহলে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ এবং যুধিষ্ঠিরের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এবিষয়ে নানা মূনির নানা মত রয়েছে। এবারে দেখা যাক যে, প্রাচীন শাস্ত্রে কাদের মূনি বলা হয়েছিল এবং মত শব্দটিরই বা অর্থ কি? মূনি কে? শাস্ত্রানুসারে যিনি মননশীল, যাঁর মন জ্ঞানের সুজ্যোতি তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ, তিনিই হলেন মূনি।

মত শব্দের অর্থ কি? মনের দ্বারা যা অঙ্গীকৃত, অর্থাৎ;অখণ্ড সত্যের যে অংশটুকু খণ্ড মনের দ্বারা গৃহীত হতে পারে, সেটাই হল মত। আর তাই মনকে অবলম্বন করে সত্যের সর্বটুকুকে দেখা শুধু দুর্লভ শুধু, প্রায় অসম্ভবও বটে। বরং অখণ্ড সত্যের ধারণা করতে হলে মনকে রুদ্ধ করে অন্তঃকরণের যাবতীয় বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মনের ওপারে চলে যেতে হবে। মন বা অন্তঃকরণের পরপারে আত্মার স্বয়ং প্রকাশিত আলোক অবস্থিত। মন সেই সম্পূর্ণ আলোককে নিজের বিকল্প শক্তির দ্বারা ভাগ ভাগ করে পৃথক পৃথক ভাবরূপে পরিণত করে। কোন সাধক যখন মনের বশ্যতা পরিত্যাগ করে পরম সত্যকে উপলব্ধি করেন, তখন তাঁর কাছে মত বলতে কিছুই আর থাকে না। কারণ, মনের কোনও ক্রিয়াই সে সময়ে থাকে না। কিন্তু এই অখণ্ড সত্যের রূপ সংক্রমণযোগ্য নয়; কারণ, যে ব্যক্তি মনের অধীন; তিনি মনের অতীত মতকে বিকল্পভাবে ছাড়া দেখতে পারেন না। এই সত্য কোনভাবেই এক আধার থেকে অন্য আধারে সংক্রমিত হতে পারে না। যে সাধক এই স্বয়ং-প্রকাশ ভূমিতে প্রবিস্ত হতে পারেন, তাঁর কাছে এই সত্য নিজে থেকেই প্রকাশিত হয়। এবারে এখানে যে প্রশ্নটা উঠে যায়, সেটা হল যে, তাহলে কোন সিদ্ধ সাধক এই জ্ঞানকে অজ্ঞানী মতখা শ্রদ্ধাবান অনুরক্ত ভক্তজনের অথবা কিভাবে সংক্রমণ করবেন? উত্তর হল;মনের আশ্রয় গ্রহণ করে। মনের রম্বই হল কব্ধা বৃত্তি। আর এই বিকল্প বৃত্তিই খানিকটা কল্পনাকে আশ্রয় করে। কাজেই সাধক এই বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বিকল্প বৃত্তি বা কল্পনার সঙ্গে যুক্ত না করলে সেটাকে কোনভাবেই প্রকাশ করতে পারেন না। এই প্রক্রিয়াতেই তাঁর মতের সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জিজ্ঞাসুর চিত্তের বাসনা, প্রকৃতি অনুভব ও বিচারের ক্ষমতা। সাধক এসব বিচার করেই তাঁকে তাঁর মতানুযায়ী সাধনার পথ দেখিয়ে থাকেন। আর এজন্যই মুনিদের মধ্যে মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মনই হচ্ছে এই উপলব্ধি এবং প্রকাশের মূল চালক। আর সব মানুষের মন কখনোই এক ছাঁচে ঢালা হতে পারে না। দেহের গঠন,অন্তঃস্রাবী

মত শব্দের অর্থ কি? মনের দ্বারা যা অঙ্গীকৃত, অর্থাৎ;অখণ্ড সত্যের যে অংশটুকু খণ্ড মনের দ্বারা গৃহীত হতে পারে, সেটাই হল মত। আর তাই মনকে অবলম্বন করে সত্যের সর্বটুকুকে দেখা শুধু দুর্লভ শুধু, প্রায় অসম্ভবও বটে। বরং অখণ্ড সত্যের ধারণা করতে হলে মনকে রুদ্ধ করে অন্তঃকরণের যাবতীয় বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মনের ওপারে চলে যেতে হবে। মন বা অন্তঃকরণের পরপারে আত্মার স্বয়ং প্রকাশিত আলোক অবস্থিত। মন সেই সম্পূর্ণ আলোককে নিজের বিকল্প শক্তির দ্বারা ভাগ ভাগ করে পৃথক পৃথক ভাবরূপে পরিণত করে। কোন সাধক যখন মনের বশ্যতা পরিত্যাগ করে পরম সত্যকে উপলব্ধি করেন, তখন তাঁর কাছে মত বলতে কিছুই আর থাকে না। কারণ, মনের কোনও ক্রিয়াই সে সময়ে থাকে না। কিন্তু এই অখণ্ড সত্যের রূপ সংক্রমণযোগ্য নয়; কারণ, যে ব্যক্তি মনের অধীন; তিনি মনের অতীত মতকে বিকল্পভাবে ছাড়া দেখতে পারেন না। এই সত্য কোনভাবেই এক আধার থেকে অন্য আধারে সংক্রমিত হতে পারে না। যে সাধক এই স্বয়ং-প্রকাশ ভূমিতে প্রবিস্ত হতে পারেন, তাঁর কাছে এই সত্য নিজে থেকেই প্রকাশিত হয়। এবারে এখানে যে প্রশ্নটা উঠে যায়, সেটা হল যে, তাহলে কোন সিদ্ধ সাধক এই জ্ঞানকে অজ্ঞানী মতখা শ্রদ্ধাবান অনুরক্ত ভক্তজনের অথবা কিভাবে সংক্রমণ করবেন? উত্তর হল;মনের আশ্রয় গ্রহণ করে। মনের রম্বই হল কব্ধা বৃত্তি। আর এই বিকল্প বৃত্তিই খানিকটা কল্পনাকে আশ্রয় করে। কাজেই সাধক এই বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বিকল্প বৃত্তি বা কল্পনার সঙ্গে যুক্ত না করলে সেটাকে কোনভাবেই প্রকাশ করতে পারেন না। এই প্রক্রিয়াতেই তাঁর মতের সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জিজ্ঞাসুর চিত্তের বাসনা, প্রকৃতি অনুভব ও বিচারের ক্ষমতা। সাধক এসব বিচার করেই তাঁকে তাঁর মতানুযায়ী সাধনার পথ দেখিয়ে থাকেন। আর এজন্যই মুনিদের মধ্যে মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মনই হচ্ছে এই উপলব্ধি এবং প্রকাশের মূল চালক। আর সব মানুষের মন কখনোই এক ছাঁচে ঢালা হতে পারে না। দেহের গঠন,অন্তঃস্রাবী

এবারে হিন্দুশাস্ত্র অনুমোদিত কয়েকটি আখ্যান উদ্ধৃত দিয়ে মানব মন কিভাবে ইষ্টদর্শনে নিয়োজিত হয়, সেটার একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী সেই অখণ্ড সত্য চৈতন্য ও আনন্দরূপে ঈশ্বরের নির্দিষ্ট কোনও মূর্তি নেই। কারণ, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসমূহে যাঁর ব্যাপ্তি; আব্রহাম্স পর্যন্ত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম বস্তুতে যাঁর ত্রিপ্রাশস্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাঁকে মানুষের মন দিয়ে মূর্তি গঠিত হয়ে থাকে। সাধক যে মূর্তিতে তাঁকে সাজান, তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করেন, সেই মূর্তিতেই তিনি তাঁকে দেখেন। এটাকে হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে; ত্সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। আর মহাতীর্ণগতস্ত্রে

বলা হয়েছে; এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতায় হিতার্থায় ভক্তানামঙ্গমেধশাম অর্থাৎ;অঙ্গজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তদের হিতের জন্যই তাঁদের গুণানুসারে নানারকমের রূপের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এবং ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী ভক্তরা ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপকে তাঁদের এরূপ সাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ করে থাকেন। এই বস্তুবাদের প্রথম উদাহরণস্বরূপ এখানে হিরণ্যকশি পু-প্রস্থাদ আখ্যানের কাহিনী স্মরণ করা যেতে পারে। প্রায় সকলেই এই কাহিনীটির সাথে পরিচিত রয়েছেন বলে, এখানে এর সম্পূর্ণ উল্লেখ নিশ্চয়োজন। শুধু এটুকুই স্মরণ করলে চলবে যে, দৈত্যরাজ নৃসিংহ মূর্তি দেখতে পেলেও ভক্ত প্রস্থাদ কিন্তু তাঁকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্মরূপেই দেখেছিলেন। আরও ভালো করে বললে, কাহিনী অনুসারে;দৈত্যরাজের দৃষ্ট মৌহযুগুতমতর্য্য যে হরিকে সন্তুষ্ট করেছিল, পরিণামে যাঁর হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, সেই হরিকেই ভক্ত প্রস্থাদ কিন্তু অ পূর্ব সুন্দর বিষ্মমূর্তি রূপে দেখেছিলেন। এখানেই;সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনাদ;ব্যাকটির সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়। এদিক থেকে হিরণ্যকশিপুও কিন্তু এক অর্থে সাধক হন। তাঁর বিষ্ম বিদ্বেষ নিয়ে তিনিও একাগ্র মনে য়েহেতু তাঁর এই ইচ্ছাটা একান্তই ছিল, তাই তাঁর মন এই ভয়ঙ্কর বীভৎস হিংস্র মূর্তিকে সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় উদাহরণ;শুন্ত নিশুন্ত ও মহাময়ার। এই কাহিনীর সঙ্গো প্রায় সকলে পরিচিত রয়েছেন বলে এখানে সম্পূর্ণ কাহিনী উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই। শুধু কাহিনীর শেষের দিকটি স্মরণ করলেই চলবে। কাহিনী অনুসারে শুন্ত নিশুন্তর অনুরচার যখন দেবীকে বলপূর্ণ হরণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা দেখেছিলেন যে, দেবীর রূপ বদলে যাচ্ছে এবং শেষে এই হাস্যমুখী দেবীর ললাট থেকে মৃত্যুরাণা কালী বের হয়ে এসেছিলেন।

ক্ষকৃটিকুটীলাত্তস্য ললাটফলকাদ দ্রুতম। কালী করালবাননা বিনিক্ষ্তাঃসাসিপানী। এখানে সমস্ত ব্যাপারটিই দৈত্যদের মানসিক বিকৃতির ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। শাস্ত্রানুসারে আদ্যাশক্তি মূলতঃ সমগ্র জগৎ সৃষ্টকারিণী মঙ্গলময়ী। তাই তাঁকে মঙ্গলময়ী রূপে যিনি দেখতে চাইবেন, তাঁর মনও দৈবীভাবে পূর্ণ হতে হবে। রাজসিকতা বা তামাসিকতায় আচ্ছন্ন মন নিয়ে তাঁকে মঙ্গলময়ীরূপে দেখা সম্ভব নয়। একই উদাহরণ নিম্নরূপ; যাত্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাঃ ভবনস্ব

পাঠকদের কাছ থেকে লেখার প্রকাশ

শঙ্করলাল কর্মকার

নিজে স্কুলের গড়ি পার হমানি। অথচ পড়ান কলেজ -বিশ্ব বিদ্যালয়ের পড়ায়রেন। জ্ঞান যে প্রথাগত শিক্ষার ধার ধারে না, তার জলজ্যোত উদাহরন তিনি। কেউ বলেন পুঁথি দাদু, কেউ বলেন চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া। নিন্দুকে তো বই পাগল ও বলেন। গুরুচরণ গড়াই বললে অবশ্য সাতাঙর বছরের এই বৃদ্ধকে চিনতে পারবেন না প্রা? কেউই। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি থানার বুড়দা গ্রামের এই মানুষটিকে পুঁথি দাদু নামে এক ডাক্তাে চেনেন রুকের প্রায় সকলেই। চিনবে নাই বা কেনো? সাহিত্য হোক বা ব্যাকরণ, দর্শন হোক বা সাধারণ জ্ঞান, পড়ুয়াদের মুশকিল আসান পুঁথি দাদু ও তাঁর গ্রন্থাগার।

পেশায় কৃষক পুঁথি দাদুর কাছে পড়তে আসেন স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের ছাত্র ছাত্রীরা।এহেন মানুষটির পড়াশোনা কিন্তু সপ্তম শ্রেণি অবধি। ছাত্র ছাত্রীদের অনায়াস দক্ষতায় যখন সাহায্য করেন, তখন কে বলেবে তার প্রথাগত ডিগ্রি নেই তাঁর? সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন ক্ষুেচনো গ্রন্থাগারসম্ম। বইয়ের সংখ্যা এক হাজারের ও বেশি। সেখানে গেলেই বই পড়তে পাওয়া যায় সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে। পড়াশোনায় সাহায্যের জন্য পুঁথি দাদু প্রস্তুত সবসময়।

কোন বইয়ের পাতায় কি লেখা রয়েছে, সবই তাঁর নখদর্পনে। টিউশনের পরায় পুরোটাই প্রায় খরচ হয়ে যায় গ্রন্থাগারের জন্য। নিজেই জানালেন (ছোটোবেলার কথা। মাত্র এগারো বছর বয়সে ওনার বাবা মারা গিয়েছিলেন। সংগ্রামের সেই শুরু। কিন্তু ভাটা পড়েনি বইপ্রীতিতে। অভাবে স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়। চেয়েচিচ্ছে বই

লক্ষ্মীপাশাযুনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েযু বুদ্ধিঃ অর্থাৎ;সুকৃতিযুক্ত মানুষের গৃহে যিনি লক্ষ্মীস্বরূপা, পাশায়া লোকের গৃহে সেই তিনিই আবার লক্ষ্মী। ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীবুদ্ধিপ্ৰদা গৃহে। সেবাভাবে তথা লক্ষ্মী বিনাশায়াপজায়তে। অর্থাৎ;তিনি সম্পদে লক্ষ্মী হয়ে গৃহে আসেন, আবার এই সাত্ত্বিকতার অভাবেই অলক্ষ্মীরূপে তাঁর প্রকাশ ঘটে। শক্তির এই যে বিপরীতধর্মী প্রকাশ, এটা কিন্তু শক্তির স্বভাবের ফলে হয় না। এটা যে যেমনভাবে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করে, তাঁর স্বভাবদোষ বা গুণের ফলে হয়। অর্থাৎ;মানুষ নিজের মনকে যেভাবে ভিত্তি করবে, তাঁর ঈশ্বর দর্শনও সেভাবেই ঘটবে। কারণ, ঈশ্বরে ক্ষোভ নাই, বিরূপে নেই। যিনি ক্ষোভে ঈশ্বরকে দেখেন, তাঁর ক্ষোভবিরূপেই ঈশ্বরের নানাভাবের মূর্তি সৃষ্টি করে। আয়ানযতক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার থাকে, ততক্ষণই সেখানে বইবীরের দৃশ্য সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়। আরেকটি উদাহরণ গীতা থেকে দেওয়া যেতে পারে, যেটির একাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন প্রসঙ্গটি রয়েছে। এই কাহিনী অনুসারে কৃষ্ণের কৃপায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক কিছুই অর্জুনের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, আদিহীন মধ্যহীন অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ডের বহু কিছুই অর্জুন দেখেছিলেন। কিন্তু একইসাথে এটাও দেখেছিলেন। (১) ‘হে দেবেশ, নীঘ দন্তদ্বারা ভয়ঙ্কর ও প্রলয়ায়িত্বলু আদ্যনার মুখ সকল দেখে আমার সব বিষয়ের ভ্রম হচ্ছে। আমি শান্তি পাচ্ছি না।’

(২) ‘য্তরাস্ত্রের পুত্রাণ এবং আমাদের পক্ষের যোদ্ধগণ, ভীষ্ম দ্রোণ কং ভূতড়ি যোদ্ধগণ সকলেই আপনার ঐ দংষ্ট্রাকরাল মুখের ভিতর প্রবেশ করছে। কারও কারও মস্তক চূর্ণ হয়ে গিয়ে আপনার দাঁতের মধ্যে সব বিষয়ের ভ্রম হচ্ছে।’

এই কাহিনীর সাথে পরিচিত প্রায় সকলেই জানেন যে, কৃষ্ণের এহেন রূপ দেখে অর্জুন রীতিমত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। এখানে প্রশ্ন হল যে,এই বিশ্বস্বরূপ বলতে কি বোঝানো হয়েছে? তাহলে বিশ্বে কি শুধুই ভয়ানকরূপ রয়েছে? এত শোভা, এত সৌন্দর্য, বাইরের প্রকৃতির মধ্যে মানুষের অন্তরে থাকা প্রেম ভালবাসা বাৎসল্যরূপ, বাইরের জগতের অ পূর্ব দৃশ্যের মধ্যে এসব কি বিশ্বরূপেঅন্তর্ভুক্ত নয়? ঈশ্বর কি শুধু এই ভয়াল রূপেই দর্শনযোগ্য? তা তো নয়। কিন্তু অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের দেহে শুধু এই ভয়ানক রূপই দেখতে পেয়ে ছিলেন। এবং শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাঁকে প্রশ্ন কোথায় তা সকলের প্রায় অজানা।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী

টাকার বিনিময়ে অবিবাহিত রিপোর্ট ব্লকে দেওয়ার অভিযোগ রুকেরই এক কর্মীর বিরুদ্ধে, চাঞ্চল্য হরিশ্চন্দ্রপুরে



দূরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ মার্চ : অবিবাহিত দেখিয়ে কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা পেতে স্কুলে আবেদন করেছিলেন। বিডিওর তথ্য যাচাইয়ে উঠে আসলো একাধিক ভুয়ো কন্যাশ্রী। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মশালদহ অঞ্চলের ঘটনা। বৃহস্পতিবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সেনানাম ওয়াগুদি লামা জগন্নাথপুর হাই মাদ্রাসার কন্যাশ্রী প্রকল্পের একাধিক আবেদনপত্র হাতে নিয়ে তথ্য যাচাইয়ে যান মশালদহ অঞ্চলের তালগাছি ও করকরিয়া গ্রামে। আবেদনকারী ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্তে উঠে আসলো একাধিক ভুয়ো কন্যাশ্রী। আবেদনপত্র বাতিল করেন বিডিও। ছাত্রীদের যাতে পড়াশোনার জন্য কোনওরকম আর্থিক সমস্যা না হয় তার জন্য রাজ্য সরকার চালু করেন ‘প্রকল্প’। ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়েদের পড়াশোনার খরচ করার জন্য বছরে ১০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। পাশাপাশি ১৮ বছরের পরেও তারা অবিবাহিত থাকলে এককালীন দেওয়া হয় ২৫ হাজার টাকা। আর সেই ২৫ হাজার টাকা

পেতে অবিবাহিত দেখিয়ে বিয়ের পর আবেদন করেছিলেন ছাত্রীরা বলে অভিযোগ। যা ছাত্রী ও তার পরিবারের লোকেরা স্বীকার করেছেন। অভিযোগ, দুই মাস আগে পঞ্চায়েত ও ব্লকের কর্মীর পরিচয় দিয়ে দু’জন ব্যক্তি কন্যাশ্রীর আবেদন পত্র নিয়ে ফিল্ড ভেরিফিকেশনে এসেছিলেন। প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে পরিবার থেকে ২-৫ হাজার টাকা করে হাতিয়ে নিয়ে গেছেন। ব্লক প্রশাসন দিয়ে জানা গেছে, ব্লকের এক কর্মী জড়িত রয়েছে। তিনি ফিল্ড ভেরিফিকেশনে গিয়ে টাকা আদায় করে মিথ্যা রিপোর্ট ব্লকে জমা করেছেন। তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিবেন বলেন জানান বিডিও তাপস কুমার পালা। জগন্নাথপুর হাই মাদ্রাসার ছাত্রী তথা আবেদনকারী সুকতারার খাতুনের কাকি বোঝা খাতুন বলেন, তিন বছর আগে ভাতিজির বিয়ে হয়েছে। তার দুই বছরের এক সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর কন্যাশ্রী আবেদন করেছিলেন। দুই মাস আগে ব্লক ও পঞ্চায়েতের কর্মীর পরিচয় দিয়ে দু’জন এসেছিলেন। প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দেওয়ার

রামনগরে গেরুয়া শিবিরে ধ্বস, সুপ্রকাশের হাত ধরে ৪ পঞ্চায়েত সদস্য সহ এক ঝাঁক বিজেপি নেতা কর্মী তৃণমূলে

দূরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০ মার্চ : শুভেন্দু গড়ে দিলে এই পঞ্চায়েত বিজেপির হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা বিজেপি শিবিরে বড়সড় ভাঙন ধরাল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার রামনগর ২ ব্লকের পালধুইগ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ বিজেপি সদস্যকে তৃণমূলে যোগদান করিয়ে চমক দিলেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা কাঁথি পুরসভা পুরপ্রধান সুপ্রকাশ গিরি। সেই সঙ্গে এই এলাকার প্রায় ২০টিনও বেশী বিজেপি পরিবার তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এদিন বালিসহিতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে এই মেগা যোগদান কর্মসূচীর মাধ্যমে ঘাসফুল শিবির বুঝিয়ে দিল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগেই পূর্ব মেদিনীপুরে বিজেপিকে রীতিমতো কোলাহলে উদ্ভেল দিয়েছে তারা। এর আগে বিজেপিতে বড়সড় ভাঙন ধরিয়ে তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তাপসী মন্ডলকে তৃণমূলে যোগদান করিয়েছে ঘাসফুল শিবির। এদিন সুপ্রকাশের হাত ধরে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন পালধুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রতীকে জেতা পঞ্চায়েত সদস্য মনোজি মার্না, চৈতালি গিরি, সঞ্জয় গাক এবং প্রিয়াক্ষ মাইতি। এছাড়াও বিজেপি নেতা গৌতম জানা সহ প্রায় ২০ টিরও বেশি পরিবার এদিন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। এর ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রামনগরে বিজেপি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হল বলে অভিমত রাজনৈতিক মহলে। পালধুই পঞ্চায়েত বর্তমানে বিজেপি দখলে রয়েছে। তবে এভাবেই বিজেপি শিবির ছেড়ে পঞ্চায়েত সদস্যরা দলে দলে তৃণমূলে যোগ

থেকেই যাচ্ছে। এদিন সুপ্রকাশ জানান, দিন কয়েক আগেই হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলে এসেছেন। মহিষাদলেও একাধিক বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে এসেছেন। এবার রামনগরেও একই ভাবে তৃণমূলে এলেন বিজেপির একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য। সুপ্রকাশের দাবী, ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই তৃণমূল ব্যডে রীতিমতো ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে বিজেপি। এখন তারই সূচনা হয়েছে। সুপ্রকাশ জানান, গত লোকসভা নির্বাচনে প্রথমবার রামনগরে বিজেপি জিড পেয়েছে, যা গত কয়েক দশকে কোনওদিন ঘটেনি। তবে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে রামনগর সহ গোটা রাজ্যে বিজেপির আসন শূন্য হয়ে যাবে। রামনগর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিজেপি নেতা মাধবেন্দ্র সাউয়ের দাবী, যে সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্যরা তৃণমূলে গেছে তারা অনেক আগে থেকেই নিজদের স্বার্থে পা বাড়িয়ে ছিল। আজ ওরা আনুষ্ঠানিক ভাবে দল বদল করেছে। তবে আমরা চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত। সামনের বিধানসভা নির্বাচনে রামনগরে তৃণমূল ধুয়ে মুছে সাফ হবে যাবে। তার দাবী, এলাকায় আজও ভাল মানের একটি হাসপাতাল নেই। মানুষের জন্য কোনও কাজ করেনা এরা। যারা বিজেপির টিকিটে জিতেছিল তৃণমূলে গেল এলাকায় তাদের নিজস্ব কোনও ভোট নেই। দলের প্রতীকে ওরা জিতেছিল। এরপর ওরা তৃণমূলের প্রতীকে জিতে দেখাতে পারবে না।

চলচিত্র উৎসবের আমন্ত্রণ পত্র থেকে নাম বাদ মেয়রের! বিতর্ক তুঙ্গে

দূরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২০ মার্চঃ গোষ্ঠী কোন্দলের জের সরকারি অনুষ্ঠানে। রাজ্য তথা সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে ছোটদের ছায়াছবি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পত্রে নেই শহরের মহানাগরিকের নাম। যা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। আগামী ২১ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগে আসানসোল রবীন্দ্রভবনে হতে চলছে ছোটদের ছায়াছবি অনুষ্ঠান। জানা গিয়েছে, শিশু কিশোর আ্যাকাডেমি, তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজনে এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন ও আসানসোল ফিল্ম অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে নাম নেই আসানসোলা পৌরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের। আমন্ত্রণপত্রে রাজ্যের তিন মন্ত্রী, আসানসোলার সাংসদ, জেলা পরিষদের সভাপতিপতি এবং জেলাশাসকের নাম রয়েছে। শুধু ব্রাত্য রয়েছেন মেয়র বিধান উপাধ্যায়। এই নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। আসানসোলা পৌরনিগমের মেয়র হচ্ছেন আসানসোলের প্রথম নাগরিক। মেগা কর্পোরেশনের



মেয়রের গুরুত্ব মন্ত্রী পর্যায়ের। তারপরেও কেন সরকারি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্রে তার নাম নেই? এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি ও কংগ্রেস। তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে এমন হয়েছে বলে দাবি বিজেপির। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল তৃণমূল। এই প্রসঙ্গে আয়োজকের তরফে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতির দফতরের ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক নরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, “এমন কোনও কারণ নেই। তবে কার্টে মন্ত্রীদের নাম আছে, জেলা পরিষদের সভাপতিপতির এবং জেলাশাসকের নাম রয়েছে। নাম বাদ দেওয়ার পিছনে কোনও কারণ

নেই।” যদিও নাম বাদ প্রসঙ্গে আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায় গোটা ঘটনায় ঢোক গিলেছেন। বিতর্ক এড়িয়ে বলেন, “এই নিয়ে কিছু বলার নেই।” সরকারি অনুষ্ঠানে নাম না থাকলেও আমন্ত্রণপত্র না পেলেও যাবেন। পুরচেয়ারম্যান অমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, “জেলা পরিষদের সভাপিধপতি ডেপুটি মিনিস্টার লেভেলের তাই হয়তো ওনার নাম আছে। মেয়র বা যোয়ারম্যান হয়তো ওই লেভেলের দলে। তবে রবীন্দ্রভবন পৌরনিগমের সম্পত্তি। সেখানে যখন চলচিত্র উৎসব হচ্ছে সেখানে আমন্ত্রণ না থাকলেও যাব।”

কাঁচা সুপারির ব্যবসা করেই লাভবান গ্রামীণ মহিলারা

দূরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ২০ মার্চ : জেলা কোচবিহারের সীমান্ত লাগোয়া গ্রামীণ এলাকায় চলছে রমরমিয়ে কাঁচা সুপারির ব্যবসা। আর এই ব্যবসা করেই লাভবান হচ্ছেন বহু মানুষ ও গ্রামীণ মহিলারা। এই কাঁচা সুপারি গুলি সংগ্রহ করা হয় জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে। আর সেই কাঁচা সুপারি সেদ্ধ করে কেটে শুকিয়ে বিক্রি করেই উপা্জন করছেন বহু মহিলা। এই ব্যবসা আজকের নয়, চলছে দীর্ঘ সময় ধরে। দিনহাটা, শীতলকুচি এবং আরোও বহু জায়গায় এই ব্যবসা করেই লাভের মুখ দেখছেন অনেকে। মরসুমি এই ব্যবসায় লাভ অনেক। কাঁচা সুপারির পাইকার জানান, এই কাঁচা সুপারি তাঁরা সংগ্রহ করেন বিভিন্ন এলাকার সুপারি বিক্রেতা বা বাড়ি বাড়ি ঘুরে। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে এই সুপারি নিয়ে আসেন তারা। তারপর এই সুপারি তাঁরা বিক্রি করেন এই মহিলাদের কাছে। এতে তাদের দিনে ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত লাভ হয়। কুইন্টাল প্রতি। ফলে অনেকটাই লাভ করতে পারেন তাঁরা। মরশুমি এই ব্যবসা করে লাভ হয় বেশ অনেকটাই। ফলে সারা বছরের টাকা তাঁরা এই মরসুমে তুলতে পারেন। এই ব্যবসা দীর্ঘ সময় ধরে করছেন তারা।

হিলিতে সরকারি এসডব্লুএম ইউনিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে ছাই ইউনিটের সর্বস্ব

দূরন্ত বার্তা, হিলি, ২০ মার্চ : আজ বিকেল চারটে নাগাদ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের ৪ নম্বর বিনসিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (SWM) ইউনিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে এস ডব্লিউ এম ইউনিটে রাখা



সমস্ত জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন লাগার ঘটনার কথা জানাজানি হতেই গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে খবর দেওয়া হয় স্থানীয় দমকলে। এরপর দমকল বাহিনী এসে বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে। পাশাপাশি ঘটনার কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় হিলি থানার পুলিশ। এবং পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। এই ঘটনার বিষয়ে চার নম্বর বিনসিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি অমিত দাস জানান, বিকেল চারটে নাগাদ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে আগুন লাগে। এরপর খবর দেওয়া হয় দমকল ও প্রশাসনকে। দমকল দ্রুত এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে। তবে ততক্ষণে প্রায় ইউনিটের সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে করে আনুমানিক দুই লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। পাকা ঘরের ক্ষতিসহ টিনের ছাউনি সমস্ত কিছু পুড়ে যায় পাশাপাশি বিভিন্ন উপাদান প্রয়োজনীয় সামগ্রী তথা যন্ত্রপাতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে টিক কি কারণে আগুন লাগল তার জানা যায়নি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে হিলি থানার পুলিশ।

রক্তদাতাদের জন্যে জলযোগ খাতে বরাদ্দ দ্বিগুন বৃদ্ধি করেছে রাজ্য

কলকাতা, ২০ মার্চ : রাজ্য সরকার রক্তদাতাদের জন্যে জলযোগ খাতে বরাদ্দ দ্বিগুন বৃদ্ধি করেছে। প্রতি রক্তদাতা পিছু এই বরাদ্দ ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা করা হয়েছে বলে জানিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে এই বর্ধিত হার কার্যকর হবে। উল্লেখ্য ২০২৬ এর এপ্রিল মাস থেকে জলযোগ খাতে রক্তদাতাদের জন্যে বরাদ্দ ছিল ৫০ টাকা। প্রতি বছর রাজ্যে ১৫ লক্ষ ইউনিট রক্তের চাহিদা থাকলেও সরকারি, বেসরকারি শিবির থেকে প্রায় ১৬ লক্ষ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয় বলে জানা গেছে। এরমধ্যে রাজ্যের ৮৭টি সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রতিবছর প্রায় ১৬ হাজার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। সেখান থেকে সংগৃহীত হয় ৯ লক্ষ ইউনিট রক্ত।

মোমবাতি তৈরির কাজ করে আয়ের মুখ দেখছেন মহিলারা

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ মার্চ : ঘরের কাজ সেরে নিজেদের জন্য যে সময়সূচু রেে করেন মহিলারা। সেই সময়ে মোমবাতি তৈরির কাজ করে থাকেন প্রভাত পানিবোরা গ্রামের মহিলারা। চারমাস ধরে এই কাজ করে আয়ের মুখ দেখতে শুরু করেছেন তারা। কালচিনি ব্লকের প্রভাত গ্রাম পানিবোরা। যদিও বইপ্রায়ের সুবাদে এই গ্রামের সঙ্গে পরিচিতি বেড়েছে পর্যটকদের। বস্তা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলসেঘেরা এই গ্রামটির মহিলারা চাইছেন স্বনির্ভর হতে। ইতিমধ্যে এই গ্রামের মহিলাদের অনেকেই কাঠের মূর্তি তৈরির কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন। যারা কাঠের কাজ করছেন না তারা মোমবাতি তৈরির কাজ শুরু করেছেন। চার মাস ধরে তারা মোমবাতি তৈরি করছেন বলে জানা যায়। মোমবাতির ব্যবসা তারা শুরু করেছেন।

জলপাইগুড়িতে বসতে চলেছে বিশাল ঘুড়ির লড়াই

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ মার্চ : বরেলি-কে বাজার থেকে ঝুমকা কিংবা বেনোরসের পান নয়, আসছে ঘুড়ি! অবাক হচ্ছেন? হ্যাঁ, এবার শহর জলপাইগুড়িতে ফিরে আসছে ঘুড়ির লড়াই! একটা সময় ছিল, যখন শীত পড়তেই জলপাইগুড়ির আকাশ ভরে যেত পেট কাটি আর চাদিয়ার ঘুড়িতে। লাটাই হাতে ছোট থেকে বড়, সবাই মেতে উঠত ঘুড়ির লড়াইয়ে। আর প্রতিটি ‘ডো ভোটা’ শব্দের সঙ্গে আনন্দে মুখর হয়ে উঠত শহর। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই দৃশ্য হারিয়ে গিয়েছে। বিলুপ্তপ্রায় এই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতেই এগিয়ে এসেছে জলপাইগুড়ি কাইউ ফ্লাইং অ্যাসোসিয়েশন। আগামী ২৬ মার্চ তিন্তা পাড়ে আয়োজন করা হচ্ছে ঘুড়ির লড়াই প্রতিযোগিতা। সংগঠনের সদস্য দীপাঞ্জন বজ্জি জানানছেন, “স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ নয়, নতুন প্রজন্মের হাতে আবার ঘুড়ি- লাটাই তুলে দিতেই আমাদের এই উদ্যোগ।” এই প্রতিযোগিতার জন্য বিশেষভাবে ঘুড়ি আনা হয়েছে বরেলি ও বেনোরস থেকে। ইতিমধ্যেই ১২০ টি ঘুড়ি এসে পৌঁছেছে, আরও ১০০ টি আসবে শীঘ্রই। মাঞ্জা সুতো ও লাটাইয়ের ক্ষেত্রেও রাখা হয়েছে বিশেষ নজর।

বর্ধমানে বিজেপির পথ অবরোধ কর্মসূচি

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ মার্চ : বারুইপুরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়কদের হেনস্তার প্রতিবাদে বর্ধমানে পথ অবরোধ কর্মসূচির আয়োজন করা হল বর্ধমান সদর জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত তা এর নেতৃত্বে বর্ধমান টাউনহল থেকে কার্জনগেট পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিল শেষে কার্জন গেট চত্বরে পথ অবরোধ করে তারা। এদিন বর্ধমান বিজেপির সদর জেলা সভাপতি অভিজিত তা বলেন, বারুইপুরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যে প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে রাজ্যের শাসকদল পুলিশ প্রশাসনের সামনেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপর দাওত হয়। হেনস্থা করা হয় বিজেপি বিধায়কদের, ভাঙুর করা হয় বিরোধী দলনেতার গাড়িও। অভিজিতবাবু আরও বলেন যে এই রাজ্যের শাসকদলের লোকজন পুলিশ প্রশাসনকেও মানছে না। পুলিশ প্রশাসন নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। সারা রাজ্যে ওই নক্সাজনক ঘটনার বিরুদ্ধে এদিন প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, বর্ধমানেও এই কর্মসূচি করা হল, আগামী দিনেও প্রতিবাদ আয়োজন চলবে। উল্লেখ্য, বুধবার তৃণমূল এবং বিজেপি’র জোড়া কর্মসূচি ছিল বারুইপুরে। সেখানে শুভেন্দু পৌঁছালে তার গাড়ি থিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়, তাকে দেখানো হয় কালো পতাকাও। অনার্কি তাকে মেরে ফেলার চেষ্টাও করা হয়েছিল বলে দাবি করেন শুভেন্দু। তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাজা জুড়ে বিজেপির পথঅবরোধ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়।

মজুরি বকসো, কাজ বন্ধ করলেন শ্রমিকরা

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ মার্চ : আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাটের বাশুপার্মি চা বাগানের শ্রমিকদের ৭৫ দিনের মজুরি বকসো থাকার অভিযোগ। এমনকী বাগানের কর্মীদেরও বেতনও নাকি বকসো! বকসো এই বেতন না মেলায় বৃহস্পতিবার থেকে বাগানের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন শ্রমিকরা। চা বাগানের শ্রমিকরা জানিয়েছেন, শ্রমিকদের ৭৫ দিনের মজুরি বকসো রয়েছে, এমনকি বাগানের কর্মীদেরও বেতন বকসো। এভাবে কাজ করা সম্ভব নয়, তাই বৃহস্পতিবার থেকে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন শ্রমিকরা।

২৬৪.৩৫ আরকেএম ও ৩৩৮.৩ টিকেএম-এর বিধিবদ্ধ পরিদর্শন সফল ভাবে সম্পূর্ণ করল পিসিইই এনএফআর

মালিগাঁও, ২০ মার্চ : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পিসিইই) প্রধান-প্রধান সেকশনগুলিতে ১৭ থেকে ১৯ মার্চ, ২০২৫-এ ব্যাপকভাবে বিধিবদ্ধ পরিদর্শন সম্পন্ন করল। সেকশনগুলি

হল- ডেকিযাজুলি রোড-উত্তর লখিমপুর, রাণাণাড়া নর্থ-ডেকারগাঁও, বালিপাড়া-ভালুকপুং ও হারমতি- নাহরলগুনা। এই পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে মোট ২৬৪.৩৫ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) ও ৩৩৮.৩ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম)-এ। এই ভাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এই দায়বদ্ধতাই প্রকাশ পেলে যে তারা কার্বন নির্গমন হ্রাস করতে চায় এবং শক্তি দক্ষতা বৃদ্ধি করতে চায়। পরিদর্শনের পর, সর্বাধিক অনুমতিযোগ্য সেকশনাল স্পিডে সফল ভাবে একটি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ ট্রায়াল স্পন্দন করা হয়েছে। এই ভাবে উন্নত অপারেশনের জন্য পরিকাঠামোটির প্রস্তুতি বোঝা গেল। এই প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আছে মজবুত পাওয়ার সাপ্লাই ইনস্টলেশন। যা বালিপাড়া ও গুহপুং ট্র্যাকশন সাব-স্টেশন থেকে অবিরত শক্তির উৎস নিশ্চিত করেছে।সুরক্ষা বর্ধনের দিকটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, ১৬০টি লেভেল ক্রসিংয়ে এখন হাইট গজ লাগানো আছে ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই)-কে রক্ষা করার জন্য। সেই সঙ্গে,

পঞ্চায়েত প্রধানের কাটমানি দেওয়ার ভিডিও ভাইরালঃ চাঞ্চল্য মানকরে

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ মার্চ : পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অফিসে বসেই ঠিকাদারের কাছ থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ থিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমান জেলার মানকর গ্রামে। এই ঘটনার একটি ভিডিও সোমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতারা। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে মানকর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ডালিয়া লাহা এক ঠিকাদারের কাছ থেকে কাজ করার জন্য টাকা চাইছেন। ঠিকাদার কম টাকা দিলে তিনি সেই টাকার পরিমাণ আরও বাড়ানোর জন্য চাপ দেন। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই বিভিন্ন মহলে নিন্দার বড় উঠেছে। তবে পঞ্চায়েত প্রধান ডালিয়া লাহার দাবি, তিনি কোনো টাকা হাতে নেননি এবং তাকে অপমানিত করার জন্যে উদ্দেশ্য প্রমোদিত ভাবে এই ধরনের মিথ্যা ভিডিও ভাইরাল করা হয়েছে। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাবেন। জেলার তৃণমূলের যুগ্মপাঠ প্রসেনজিৎ দাস বলেন, একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। তবে ভিডিও হলেই তা সত্য হবে তার কোন মানে নেই। এখন প্রচুর ফেক ভিডিও তৈরী করা হচ্ছে। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। এদিকে, বিজেপির বর্ধমান সদরের জেলা সভাপতি অভিজিত তা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, এই ধরনের ঘটনা রাজ্যজুড়ে ঘটছে। গোটা রাজ্যে তৃণমূল এখন তোলামূলক পরিণত হয়েছে। টেবিলের উপরে পাঁচশো টাকা বাস্তব রাখা রয়েছে তিনি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানি পঞ্চায়েত প্রধান জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হোক বা নাই হোক, নির্বাচিত হওয়ার পরে যে সেদার সেই তৈরিয়ে বসে বসে সিঙ্কিটো রাজ চালাচ্ছেন। তিনি কাট মানির ওদা করছেন, তারা বাণেশিং করছেন ওইখানে বসে। লজ্জাজনক ঘটনা। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক চাপানউতেরও তীব্র আকার ধারণ করেছে।

মেয়ের গলায় ব্রেড চালিলিয়েলেন, ১১ বছর পর সেই বাবার যাবজ্জীবন

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ২০ মার্চঃ পাঁচ মাসের কন্যা সন্তানকে খুনের অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল চন্দনগর মহকুমা আদালত। ঘটনাটি ২০১৩ সালের ১০ নভেম্বরের। হরিপালের সহস্রবে পঞ্চায়েতে গসা গ্রামে বাসিন্দা শেখ কামাল হোসেন মেয়ের গলায় ব্রেড চালিয়ে খুন করে। পিতৃহ্ন নিয়ে সংঘর্ষ ছিল কামাল হোসেনের। সেদিন শিশুকন্যাকে খুনের পর মাশানের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন কামাল। তাকে অনেকেই দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা কামালের ত্রীকে খবর দেন। পরবর্তী সময় পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করে মা রেজিনা বেগমের অভিযোগের ভিত্তিতে কামালকে গ্রেফতার করে। সেই সময় মা রেজিনার অভিযোগ ছিল, তাঁর স্বামী ভোর চারটে নাগাদ তাঁর কাছ থেকে মেয়েকে কেড়ে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। শূশ্রুর-শাশুড়ি বাধা দিলেও শিশুটিকে গলা কাটা মৃতদেহ পাওয়া যায়। চন্দননগর মহকুমা আদালতের প্রায় ১১ বছর খুনের মাশানা দ্ভার পর বৃহস্পতিবার চন্দননগর ফাস্ট ট্রাক ট্রাক কোর্টের বিচারক জরাজ্যোতি ভট্টাচার্য যাবজ্জীবনে সাজা ঘোষণা করেন। সরকারি আইনজীবী জানান, মোট ২১ জন সাক্ষীর মধ্যে ১৯ জনের ট্রায়াল হয়। সলেই দাবি করেছেন, তাঁরাই কামালের কোলে শিশুকন্যাকে দেখেছিলেন। তার ভিত্তিতেই বিচারক এই সাজা ঘোষণা করেন। কামাল দাবি করেছিলেন, তিনি মানসিকভাবে সুস্থ নন, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয় মেডিক্যাল পরীক্ষায়।

গ্রামবাসীরা পা রাখলেন শিব মন্দিরে, হাইকোর্টে নির্দেশে ভাঙল রীতি

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২০ মার্চঃ দীর্ঘদিনের আইন লড়াই শেষ। প্রায় সাত পুরুষ পর উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে শিব মন্দিরে পা রাখলেন তফশিলি জাতি তথা দাস সম্প্রদায়ের লোকজন। হাইকোর্টের নির্দেশে ইতি টান হল দীর্ঘ সময়ের রীতিতে। পূজোও দিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার কড়া পুলিশ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ওই মন্দিরে। নদিয়ার কালীগঞ্জ ব্লকের পালিতবেদিয়ার বৈরামপুর গ্রামে ওই শিব মন্দির নিয়ে মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। দীর্ঘদিন ধরে দাস সম্প্রদায়ের লোকজনদের ওই মন্দিরে ঢুকতে বাধা দিতেন সেবায়তরা। সেই নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের দরদর মেথা ঊঁকেও কোনও লাভ হয়নি। পূজো করার অধিকার দেওয়ার দাবিতে পর দিন বঞ্চিত হয়েছেন তাঁরা। পরে দাস সম্প্রদায়ের লোকজন হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্টে নিরাপত্তা নির্দেশ দেন পুলিশ যাতে সহযোগিতা করে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি তীর্থধর ঘোষ। গত বুধবার জেলা পুলিশ ও স্থানীয়



সিগন্যালিং ও টেলি- যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও উন্নীত করা হয়েছে। যেমন, সমস্ত স্টেশন ও সুইচিং স্টেশনে এখন টিপসি যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। বিশ্রুনাথ চারিয়ালিতে দু’টি ওএইচই কাম পিএসআই মেটেনেস ডিপো ও একটি টাওয়ার ওয়াগন শেড স্থাপন করে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাকে মজবুত করা হয়েছে। যা আরও নিশ্চিত করেবে যে সমস্ত অপারেশন মসৃণ ভাবে হবে। ২০ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৩৩৬০ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) -এ বৈদ্যুতিকীকরণ হয়েছে। তার মানে এই রেলওয়ের মোট ৪২৬০ আরকেএম নেটওয়ার্কের ৭৯ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য এই অগ্রগতি ভারতীয় রেলের একটি লক্ষ্যের সঙ্গে সাম্যুজ রেবেই হয়েছে।লক্ষ্যটি হল, ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণ ও কার্বন নির্গমনের মাত্রাকে পুরোপুরি শূন্যে নামিয়ে আনা।বিভিন্ন

ডি ভিশন মিলিয়ে ১৮০৬ আরকেএম-এ বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ করে অসম এগিয়ে আছে। তার পরেই আছে পশ্চিমবঙ্গ-৯৩৬ আরকেএম বিহার-৩১৯ আরকেএম ও ত্রিপুরা-২৬৯ আরকেএম, এবং অরুণাচল প্রদেশ-১১ আরকেএম। পূর্ববর্তী অর্থ বছর ২০২৩-২৪’এ ৯২১ আরকেএম-এর বৈদ্যুতিকীকরণ হয়েছিল, এবং বর্তমান অর্থবছর ২০২৪-২৫’এ (২০ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত) ৭৭৭ আরকেএম-এর বৈদ্যুতিকীকরণ হয়েছে। বৈদ্যুতিকীকরণের এগের উদ্যোগ থেকে অগণন উপকারিতা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। যেমন জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কবের, কার্বন নির্গমন হ্রাস করা যাবে, এবং আরও কার্যকর ভাবে ট্রেন চলাচল করানো যাবে। এইসব উন্নতি বিধানের কাজগুলিকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আধুনিক ও স্থির রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে রেল নেটওয়ার্ককে আরও বেশি করে পরিবেশ অনুকূল ও কার্যকর করার জন্য তারা দায়বদ্ধ।

Office of The Beldi Gram Panchayat
At-Juradhi, PS-Arsha, Dist-Purulia
Notice Inviting E-Tender No.-06(e)/BGP/2024-25/XVFC
For and on behalf of the Beldih Gram Panchayat, tenders are invited by the undersigned for experienced and resourceful bidders for the opening of Financial Bid (Online) of Installation of 3 (Three) Nos. Tubewell. Bid submission closing (online): 26/03/2025 at 17.00 Hrs. Time and Date for opening Technical Bid/Bids (Online): 26/03/2025 at 14.00 Hrs. Date and time for opening of Financial Bid (Online): 29/03/2025 at 9.00 Hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in
 Sd/-Pradhan Beldi Gram Panchayat

Office of The Beldi Gram Panchayat
At-Juradhi, PS-Arsha, Dist-Purulia
2nd Cal of Notice Inviting Tender No.-03(2024-25)
Sealed Tender is invited by the Pradhan, Beldi Gram Panchayat from experienced and resourceful bidders for execution of total 2 (Two)Nos. different works. Date and time of issue of Tender paper from 20/03/2025 to 26/03/2025 from 11.00 AM to 2.00 PM. Time and Date of Opening of tender paper on 26/03/2025 at 3:00 PM. For details please visit office of the undersigned.
 Sd/- Pradhan Beldi Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
 প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার কর্তৃক মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার পরিবাহিত এবং বর্তা সামগ্রী ই-নিলাম রিয়েল আদ্বান করা হচ্ছে যা এপ্রিল/২৫-এ ১১.০৪.২০২৫ এবং ২৩.০৪.২০২৫, মে/২৫-এ ১১.০৫.২০২৫ এবং ২৮.০৫.২০২৫, জুন/২৫-এ ১১.০৬.২০২৫ এবং ২৫.০৬.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।
আমাদের অনুদান করুন। metrorailwaykol@metrorailkolkata

Pradhan Ichag Gram Panchayat
NIT-03/ICH/2024-25 Dated-20/03/2025
Pradhan Ichag Gram Panchayat SCHEDULE OF DATES FOR e-TENDERING: S.L. L. ACTIVITY/DATE/STIME/1. Publishing Date 21/03/2025 AT 05:00 PM 2. Document Download start date 21/03/2025 After 05:00 PM 3. Document Download end date 27/03/2025 upto 11:00 AM 4. Bid submission start date 27/03/2025 on & after 11.00 AM 5. Bid Submission end Date 31/03/2025 upto 11:00 AM 6. Technical Bid opening date 02/04/2025 at 12:00 NOON 7. Financial Bid opening Date After the Technical Evaluation
 Sd/-Pradhan Ichag Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
 ই-টেন্ডার নং. ডব্লু.২২৩২.১১.১১.২০২৪-২৫ তারিখ ১৮.০৪.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেভাগি স্তম্ভার রোড, ফেরার্লি স্টেল, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক কনমননা এবং যোগ্য প্রিদাদদের থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং. ডব্লু.২২৩২.১১.১১.২০২৪-২৫। কাঙ্কর নাম ই ভিজিও/পূর্ব রেলওয়ে, সিডি আ্যুস্টি এ, এফএ এবং সিএও/সিওনন। পিসিএলপি/ পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ফরম্যাটটি বদন এবং লেগেগেট বোর্ড (আই এফ এও

গৃহসজ্জা

রাতে ঘুমানোর আগে টানা রিলস দেখার ফলে বাড়ছে হাইপারটেনশনের ঝুঁকি



সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানেই এখন রিলসের ছড়াছড়ি। ফেসবুক, ইউটিউব থেকে শুরু করে টিকটক, ইনস্টাগ্রাম প্রতিটি মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন নামে অধিগত বিস্তার করে আছে ছোট ছোট ভিডিও। রিলস কেবল তরুণদের নয়, সব বয়সীর কাছেই জনপ্রিয়। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিলস দেখা তো এখন অনেকের নিত্যদিনের রুটিনের অন্তর্গত। ঘুমানোর আগে টানা রিলস দেখা শুধু মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নয়, প্রভাব ফেলেছে শারিরিক স্বাস্থ্যের ওপরও। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, রাতে ঘুমানোর আগে টানা রিলস দেখার ফলে বাড়ছে হাইপারটেনশনের ঝুঁকি। সম্প্রতি বিভিন্ন বয়সের ৪ হাজার ৩১৮ জনের ওপর চালানো এক গবেষণায় দেখা গেছে এই ফলাফল। মূলত ঘুমাতে যাওয়ার আগে রিলস দেখার সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, গবেষণায় খুঁজে বের করার চেষ্টা ছিল সেটি। সেখানে এই দুটি

বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পান চীনের হেবেই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা। গবেষণায় দেখা গেছে, রাতে ঘুমানোর আগে টানা রিলস দেখলে হাইপারটেনশনের ঝুঁকি বাড়ে। বিশেষ করে তরুণ ও মধ্যবয়সীদের এই ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর রিলসের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে করোনাকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনপ্রিয়তা পায় শর্ট ভিডিও। জেন-জি ও জেন আলফার মনোযোগ ধরে রাখতে না পারার পেছনে সবচেয়ে বড় দায় দেওয়া হয়েছে রিলসকে। সঙ্গে কমছে চিন্তার খোরাক জোগানো সৃজনশীল চর্চার পরিধি ও স্বায়িত্ব। রিলস ও স্ক্রলিংয়ের নিচে চাপা পড়ে ‘ট্রেন রট’ হওয়ার দশা অনেকের। কিন্তু ঘুমাতে যাওয়ার আগে রিলস দেখার পরিণাম আরও ভয়াবহ। স্ক্রিন বা পর্দার দিকে একটানা তাকিয়ে থাকা যে কারও জন্যই ক্ষতিকর। সেটা হোক টেলিভিশন দেখা, ভিডিও গেম খেলা কিংবা কম্পিউটারের সামনে বসে টানা কাজ করা। এসব কাজের সময় সামান্য হলেও কিন্তু শরীর নড়াচড়া হয়। কিন্তু ঘুমাতে যাওয়ার আগে রিলস দেখার সময় নড়াচড়ার কোনো অবকাশই থাকে না। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে অনেকেরই রিলস দেখেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দীর্ঘক্ষণ একইভাবে থাকার কারণে নড়াচড়া হয় না বললেই চলে। ফলে শরীর হয়ে পড়ে আড়ষ্ট। রক্ত চলাচলও হয়ে পড়ে স্থিমিত। স্বাভাবিকভাবে শরীরে দানা বাঁধে হাইপারটেনশনের মতো সমস্যা। তবে এভাবে দীর্ঘক্ষণ রিলস দেখার সময় শরীরের সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম কিন্তু আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে ভিডিও দেখার সময় হৃৎস্পন্দন তুলনামূলক বেড়ে যায়। টানা একই কাজ করলে এর প্রভাব হতে পারে ভয়াবহ। হেবেই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা অবশ্য প্রতিকারের উপায়ও বাতলে দিয়েছেন। যতই রিলস দেখুন না কেন, আসক্ত হয়ে পড়া চলবে না। ঘুমাতে যাওয়ার আগে ‘স্ক্রিন টাইম’ ঠিক করে নিন। প্রয়োজনে মুঠোফোন দূরে রেখে ঘুমাতে যান। এতে ঘুম যেমন ভালো হবে, শরীরও ভালো বিশ্রাম পাবে।

ছোটখাটো বিষয়ে আপনার এনার্জি, চিন্তা, সময়ের অপচয় করবেন না

আদতে কী ঘটল বা কে কী বলল, এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো সে বিষয়ে আপনি কী ভাবছেন বা চিন্তা করছেন, সেটি। কে কী করল, বলল, কী ঘটল, তার ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে সেই ঘটনায় আপনার প্রতিক্রিয়া আপনার নিয়ন্ত্রণে। সবকিছু আপনার মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য নয়। সব ছোটখাটো বিষয়ে আপনার এনার্জি, চিন্তা, সময়ের অপচয় করবেন না। আপনি কীভাবে, কোন বিষয়ে, কতটা প্রতিক্রিয়া দেখাবেন, সেটা আপনার সিদ্ধান্ত। তাই মস্তিষ্কে প্রশিক্ষণ দিন। আপনার জীবনে যা কিছু আদতে গুরুত্বপূর্ণ, যা কিছু ইতিবাচক, যা কিছু সৃজনশীল, যা কিছু আপনাকে সামনে এগিয়ে নেয়, কেবল সেসবই স্থান দিন আপনার চিন্তায়।



‘না’ হয়, তাহলে সেটা নিয়ে ভাবনার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ৩. ‘ওভারথিংকিং’ চক্রাকারে ঘুরতে থাকে মাথার ভেতর। সেই চক্র ভেঙে দিতে আপনি উঠে দাঁড়ান। খানিকটা হেঁটে আসুন। নিজেকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়ান। স্ট্রেচিং করুন। হালকা ফ্রি হ্যান্ড এক্সসাইজ করুন। গভীরভাবে শ্বাস নিন, ধীরে ধীরে ছাড়ুন। এভাবে কয়েকবার করুন। ৪. আপনার মস্তিষ্কে কোনো একটা বিষয়ে চিন্তা করার জন্য সময় সেখানে আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে সেটা নিয়ে ভাবনার কোনো মনে নেই। সম্ভাব্য সমাধান লেখা শেষ করে বিষয়টিকে চলে যেতে দিন। ৫. সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির কথা

ভাবা বন্ধ করুন। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির পক্ষে জোর করে যুক্তি দাঁড় করানো বন্ধ করুন বরং নিজেকে বলুন, যদি সবচেয়ে খারাপ কিছুও ঘটে, আপনি সেটা নিজের সেরাটা দিয়ে মোকাবিলা করবেন। ৬. যেকোনো পরিস্থিতি ‘জুম ইন’ না করে ‘জুম আউট’ করুন। পাঁচ বছর পরও কি আপনি এ অবস্থায় থাকবেন? নিশ্চয়ই না। পাঁচ বছর পরও কি আপনি একই বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন? প্রশ্নই আসে না। আপনি যখন একটু দূর থেকে দেখেন, তখন ছোটখাটো বিষয় আপনাকে দুশ্চিন্তায় ফেলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ৭. কোনো একটা সমস্যার দুটি দিক থাকে। ‘প্যাসিফ মুড’ আর ‘প্রবলেম সলভিং মুড’। আপনি বরং দ্বিতীয়টাতোই মনোযোগ দিন। নিজের মানসিক শান্তির চেয়ে বড় কিছু নেই। সেটি যেকোনো মূল্যে রক্ষা করুন।

মিউচুয়াল ফান্ডে স্মার্ট ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে ইনভেস্টারদের ক্ষমতায়নের জন্য আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপে এস বৈশিষ্ট্য চালু করেছে

প্রিমিয়াম ইউসার এক্সপেরিয়েন্সের সাথে উন্নত এমএফ পারফরম্যান্স ইনসাইটস এন্ড টুলস সহ ডিআইডিআই বৈশিষ্ট্যমুদ্রাই, মার্চ ২০২৫ আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক তাদের প্রিমিয়াম মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপে এস বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করেছে, যা ইনভেস্টারদের একটি সুনির্দিষ্ট মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্টমেন্টের সিদ্ধান্ত নিতে প্রাসঙ্গিক অন্তর্দৃষ্টি এবং টুলস সরবরাহ করে। এই ফিচারটির লক্ষ্য হল একজন ব্যক্তিকে ডিজিটালভাবে ডু ইট ইউরসেলফ বিনিয়োগের ক্ষমতায়ন করা। আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক অ্যাপের এস বৈশিষ্ট্যটি ভারতের ২৫০০ টিরও বেশি মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে সমৃদ্ধ এবং দরকারী বিবরণ প্রদান করে। বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন ফান্ড ক্যাটেগরিজে (যেমন ইকুইটি, ঋণ, ট্যাক্স সেভিং, হাইব্রিড এবং ইনডেক্স ফান্ড) ব্রাউজ করতে পারেন এবং একটি বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিও তৈরি করার জন্য সঠিক প্রয়োজন-ভিত্তিক ফান্ড বেছে নিতে পারেন। আইডিএফসি ফার্স্ট গ্রাহকরা বিস্তারিত তথ্যও অ্যাক্সেস করতে পারবেন - যেমন হিস্টরিকাল ফান্ড পারফরমেন্স (১, ৩ এবং ৫), হোল্ডিং প্যাটার্নস (স্টেক্স, কোম্পানি এবং মার্কেট কাপ অনুসারে), এবং প্রতিটি ফান্ডের এক্সপার্ট রেটিং (মনিংস্টার রেটিং)। এই বৈশিষ্ট্যটি জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ ফান্ড সম্পর্কে তথ্য, অন্তর্দৃষ্টি এবং গ্রাহকদের সহজ বিনিয়োগ যাত্রা একত্রিত করে বিনিয়োগকারীদের প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

ছাতনির মোড়ে বিজেপির পথ অবরোধ কর্মসূচি

প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলী, ২০ মার্চঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কালো পতাকা দেখানোর প্রতিবাদে পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের ছাতনী মোড়ে বিজেপির ৬ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে এক পথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ৬ নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি সুজিত হালদার সহ অন্যান্য বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বিক্ষোভকারীরা শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি দেখানো অপমানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং দেয়ীরদের শাস্তির দাবি তোলেন। প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধের ফলে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পরে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়, এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।



২৬৪.৩৫ আরকেএম ও ৩৩৮.৩ টিকেএম-এর বিধিবদ্ধ পরিদর্শন সফল ভাবে সম্পূর্ণ করল পিসিইই এনএফআর



মালিগাঁও, ২০ মার্চঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পিসিইই) প্রধান-প্রধান সেকশনগুলিতে ১৭ থেকে ১৯ মার্চ, ২০২৫-এ ব্যাপকভাবে বিধিবদ্ধ পরিদর্শন সম্পন্ন করল। সেকশনগুলি হল- ঢেকিয়াজুলি রোড-উত্তর লখিমপুর, রাঙাপাড়া নর্থ-ডেকারগাঁও, বালিগাড়া-ভালুকপুং ও হারমতি-নাহরলগুনা। এই পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে মোট ২৬৪.৩৫ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) ও ৩৩৮.৩ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম)-এ। এই ভাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এই দায়বর্ততাই প্রকাশ পেয়ে তারা কার্বন নির্গমন হ্রাস করতে চায় এবং শক্তি দক্ষতা

বৃদ্ধি করতে চায়। পরিদর্শনের পর, সর্বাধিক অনুমতিযোগ্য সেকশনাল স্পিডে সফল ভাবে একটি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ ট্রায়ালও সম্পন্ন করা হয়েছে। এই ভাবে উন্নত অপারেশনের জন্য পরিকাঠামোর প্রগতি বোঝা গেল। এই প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আছে মজবুত পাওয়ার সাপ্লাই ইনস্টলেশন। যা বালিগাড়া ও গহপুরে ট্র্যাকসন সাব-স্টেশন থেকে অবিরত শক্তির উৎস নিশ্চিত করবে। সুরক্ষা বর্ধনের দিকটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, ১৬০টি লেলেড ক্রসিংয়ে এখন হাইট গজ লাগানো আছে ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই)-কে রক্ষা করার জন্য। সেই সঙ্গে,

সিগন্যালিং ও টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও উন্নীত করা হয়েছে। যেমন, সমস্ত স্টেশন ও সুইচিং স্টেশনে এখন টিপিপি যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। বিশ্বনাথ চারিয়ালিতে দু’টি ওএইচই কাম পিএসআই বৈদ্যুতিকীকরণ ছিল ও একটি টাওয়ার ওয়ানগন শেড স্থাপন করে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাকে মজবুত করা হয়েছে। যা আরও নিশ্চিত করবে যাবে বেলো অপারেশন করা হচ্ছে। যেমন জীবাম্মা জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমাতে, কার্বন নির্গমন হ্রাস করা যাবে, এবং আরও কার্বনর ভাবে ট্রেন চলাচল করানো যাবে। এইসব উন্নতি বিধানের কাজগুলিকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আধুনিক ও স্মার্ট হলেও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে রেল নেটওয়ার্ককে আরও বেশি করে পরিবেশ অনুকূল ও কার্যকর করার জন্য তারা

বাকচিত্রী র নানা রঙের সংবেদন

দূরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ২০ মার্চঃ সম্প্রতি সৃজাতা সদনে আনকোরা নতুন ছবি শ্রুতিনাটক মঞ্চস্থ হল। স্বপ্না গুহর ছাত্রছাত্রীরা তাঁর ছাত্রছাত্রীরা ৬-মাসের এক অনবদ্য শ্রুতিনাটক রচনার কর্মশালা করেন। বিষয় ছিল সম্পর্ক। এই সন্ধ্যার ৬-টি নাটক সেই কর্মশালার ফল। স্বপ্না গুহ একটি স্বরাটিত নাটক পরিবেশ করেন। এবং একটি তাঁর রচিত নাটক তাঁর ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করেন। হাজির ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন সভাগৃহে শ্রোতাদের ভিড় ছিল দেখার মত। সকলে নাটক দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে বাকচিত্রী সংগঠনের।

দূরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ২০ মার্চঃ সপ্তাহে সৃজাতা সদনে আনকোরা নতুন ছবি শ্রুতিনাটক মঞ্চস্থ হল। স্বপ্না গুহর ছাত্রছাত্রীরা তাঁর ছাত্রছাত্রীরা ৬-মাসের এক অনবদ্য শ্রুতিনাটক রচনার কর্মশালা করেন। বিষয় ছিল সম্পর্ক। এই সন্ধ্যার ৬-টি নাটক সেই কর্মশালার ফল। স্বপ্না গুহ একটি স্বরাটিত নাটক পরিবেশ করেন। এবং একটি তাঁর রচিত নাটক তাঁর ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করেন। হাজির ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন সভাগৃহে শ্রোতাদের ভিড় ছিল দেখার মত। সকলে নাটক দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে বাকচিত্রী সংগঠনের।

Name Change I, Diven D Nagpal (old name) son of Dinesh Chandra Nagpal, residing at Arianth Bhawan, 5, Bakul Bagun Row, P.O- Bhawanipore, Kolkata – 700025, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Diven Nagpal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 20/03/2025. Diven D Nagpal (old name) and Diven Nagpal (new name) both are same and one identical person.	Name Change I, Dinesh Chandra Kishore Nagpal (old name) son of Chandra Kishore Nagpal, residing at Arianth Bhawan, 5, Bakul Bagun Row, P.O- Bhawanipore, Kolkata – 700025, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Dinesh Chandra Nagpal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 15/03/2025. Dinesh Chandra Kishore Nagpal (old name) and Dinesh Chandra Nagpal (new name) both are same and one identical person.	Name Change I, SHYAMOLI SAHA,WIFE OF BAKUL KISHORE SAHA,RESIDING AT 7E DURGAPRASHANNA PARAMHANSA ROAD,NAKTALA, KOLKATA - 700047, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAMALI SAHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/03/2025,THAT MD JALIL AND MD JALIL KORESHI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.	Name Change I,MD ISTIAK (OLD NAME),SON OF MD JALIL KORESHI, RESIDING AT SATGHARIYA,PANDUA,HOOGHLY RURAL - 712149,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ISTYAK MD (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/03/2025,THAT MD ISTIAK AND ISTYAK MD BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.
Name Change I, Goutam Sarkar(Old Name) S/O Late Hari Pada Sarkar Residing of Bichali-hata(M), Ward No. 04, P.O. & P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas 743235 WB, India have changed my name shall henceforth be known as Goutam Kumar Sarkar, vide an affidavit sworn before the Ld. A.C.J.M 1st class at Bongaon, North 24 Parganas on 20/03/2025. Goutam Sarkar and Goutam Kumar Sarkar both are the same and one identical person.	Name Change I, Ashoke Das (Old Name) son of Paresih Chandra Das, residing at JAYANPUR, PO-ASADTALA, PS-NANDIGRAM, EAST MEDINIPUR- 721656, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ashoke Kumar Das (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 11/03/2025. Ashoke Kumar Das (New Name) and Ashoke Das (Old Name) both are same and identical person.	Name Change I, Mousumi Roy Kundu (Old Name) wife of Suman Kundu, residing at 31/1, Post Office Road, P.O. & P.S.- Dumdum, Near Narendara Cinema Hall, Dist-North 24 Pgs, Pin-700028, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mousumi Roy (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/03/2025. Mousumi Roy (New Name) and Mousumi Roy Kundu (Old Name) both are same and identical person.	Name Change I, Subal Chandra Kundu (Old Name) son of Khushi Gopal Kundu, residing at 31/1, Post Office Road, P.O. & P.S.- Dumdum, Dist-North 24 Pgs, Pin-700028, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Subal Kundu (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/03/2025. Subal Kundu (New Name) and Subal Chandra Kundu (Old Name) both are same and identical person.
Name Change I, Rita Sarkar, Before my marriage my name has been recorded as Rita Bakshi W/O Goutam Sarkar Residing of Bichali-hata(M), Ward No. 04, P.O. & P.S.-Bongaon, Dist-North 24 Parganas 743235 WB, India have changed my name shall henceforth be known as Rita Sarkar Bakshi, vide an affidavit sworn before the Ld. A.C.J.M 1st class at Bongaon, North 24 Parganas on 20/03/2025. Rita Sarkar, Rita Bakshi and Rita Sarkar Bakshi all are the same and one identical person.	Name Change I-INAMUL MANDAL S/O RAHIDUL MANDAL MY PASSPORT MY DATE OF BIRTH HAS BEEN WRONGLY RECORDED AS 11/1988 AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE AT RANAGHAT COURT ON 12-3-2025. MY ACTUAL DATE OF BIRTH IS 13-11-1983 R/O VILL ULASSI PURBA PARA P.O. ULASI, PS. HANSKHALI,,DIST NADIA.	Name Change I, Shazeb Ahmed (Passport) S/o Ishthyaque Ahmed Qureshi Residing at 13/2, M.M Ali Road, Vtc - Khiddipore S.O, District - Kolkata, Pin- 700023 West Bengal India shall henceforth be known as Shazeb Ahmed. That my Passport name place wrongly input my surname. I declare that Shazeb Ahmed (Passport) and Shazeb Ahmed is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2025.	Name Change I, MANISH FOMRA (Old Name) son of SHREE BALLABH FOMRA , residing at BF-165, SECTOR-1, SALT LAKE, P.O. - BIDHANNAGAR CC BLOCK, BIDHANNAGAR, DIST-NORTH 24 PARGANAS-700064, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as MANISH KUMAR FOMRA (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/03/2025. MANISH KUMAR FOMRA (New Name) and MANISH FOMRA (Old Name) both are same and identical person.
Name Change I, SAMBHUDIP BISWAS S/O Bharat Biswas Residing of Vill. Ballapur, PO-Hingnara, PS-Chakdaha, Dist.-Nadia, Pin-741223 WB, India do hereby solemnly affirm and declare my actual Name SAMBHUDIP BISWAS instead of SAMBHDIPWIP BISWAS and my father's actual name Bharat Biswas instead of BHARAT CHANDRA BISWAS and BHARAT BISHWAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kalyani, Nadia on 18/12/2024. SAMBHUDIP BISWAS S/O Bharat Biswas, Bharat Biswas and SAMBHDIPWIP BISWAS S/O BHARAT CHANDRA BISWAS all are the same and one identical person.	Name Change I, Tansena Khatun D/o Khoiruddin Ahamed Residing at Vill - Lakshmipul, P.o - Lakshmipul, P.s - Habra, District - North 24 Parganas, Pin- 743234 West Bengal India shall henceforth be known as Tansena Khatun Tarafdar. I declare that Tansena Khatun and Tansena Khatun Tarafdar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-03-2025.	Name Change I, ANATH BONDHU ROY (Old Name) S/O NIKHIL ROY Residing at Vill-Sukhbazar, P.O.-Ilambazar, P.S.- Ilambazar, District - Birbhum, Pin - 731214, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANATH BONDHU ROY (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 19-03-2025. ANATH BONDHU ROY (Old Name) and ANATH BONDHU ROY (New Name) both are same and identical person.	Name Change I, REJAUL KARIM SK (Old Name) son of SK OLY MAHAMMAD , residing at VILL- PALTA PARA, P.O. - SHYAMNAGAR, DIST-NORTH 24 PARGANAS- 743127 , West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as SK REJAUL KARIM (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/03/2025. SK REJAUL KARIM (New Name) and REJAUL KARIM SK (Old Name) both are same and identical person.
Name Change I, KULSUM MOLYA (Old Name) W/O SAMSUL HAQUE MOLLA Residing at Mannathanath Midddy Para, P.O.- Titikumar, P.S.-Basanti, District - South 24 Parganas, Pin- 743329, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KULSUM MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 19-03-2025. KULSUM MOLYA (Old Name) and KULSUM MOLLA (New Name) both are same and identical person.	Name Change I, ANATH BONDHU ROY (Old Name) S/O NIKHIL ROY Residing at Vill-Sukhbazar, P.O.-Ilambazar, P.S.- Ilambazar, District - Birbhum, Pin - 731214, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANATH BONDHU ROY (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 19-03-2025. ANATH BONDHU ROY (Old Name) and ANATH BONDHU ROY (New Name) both are same and identical person.	Name Change I, KULSUM MOLYA (Old Name) W/O SAMSUL HAQUE MOLLA Residing at Mannathanath Midddy Para, P.O.- Titikumar, P.S.-Basanti, District - South 24 Parganas, Pin- 743329, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KULSUM MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/03/2025. KULSUM MOLYA (Old Name) and KULSUM MOLLA (New Name) both are same and identical person.	Name Change I, Md Nazim (Old Name) son of Md Ziauddin Ansari, residing at 28/1 Giri Babu Lane, Kolkata- 700012, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Nazim Ansari (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/03/2025. Md Nazim Ansari (New Name) and Md Nazim (Old Name) both are same and identical person.
Name Change I, Anath Bondhu Roy (Old Name) S/O NIKHIL ROY Residing at Vill-Sukhbazar, P.O.-Ilambazar, P.S.- Ilambazar, District - Birbhum, Pin - 731214, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANATH BONDHU ROY (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 19-03-2025. ANATH BONDHU ROY (Old Name) and ANATH BONDHU ROY (New Name) both are same and identical person.	Name Change I, Kailash Khater (Old Name) S/o Thannal Khater Residing at D-152, 2nd Floor, Ramprastha, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201011 India have Changed my name and shall henceforth be known as Kailash Kumar Khater (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-03-2025. Kailash Khater (Old Name) and Kailash Kumar Khater (New Name) both are same and one identical person.	Name Change I, Shazeb Ahmed (Passport) S/o Ishthyaque Ahmed Qureshi Residing at 13/2, M.M Ali Road, Vtc - Khiddipore S.O, District - Kolkata, Pin- 700023 West Bengal India shall henceforth be known as Shazeb Ahmed. That my Passport name place wrongly input my surname. I declare that Shazeb Ahmed (Passport) and Shazeb Ahmed is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2025.	Name Change I,SASANKA MANDAL, SON OF RAKHAL CHANDRA MANDAL,RESIDING AT VILL & PO - KHAN SAHEB ABAD, SOUTH 24 PARGANAS - 743373, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SASANKA SEKHAR MANDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2025. THAT SASANKA MANDAL AND SASANKA SEKHAR MANDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.
Name Change I, Magdia Khatun D/o - Md. Abdul Hamid Purkait (Old Name) Residing at Vill - Chand-khali, P.O. - Kumharhat, P.S. - Barupur, Dist - South 24 Parganas, Pin- 743387, West Bengal, India, have changed my name & father's name and shall henceforth be known as Magdia Begum D/o - Abdul Hamid Purkait (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Barupur Court, South 24 Parganas on dated 20/03/2025. That Majida Begum D/o - Abdul Hamid Purkait (New Name) and Magdia Khatun D/o - Md. Abdul Hamid Purkait (Old Name) both are the same and one identical person.	Name Change I, Sukdev Ghorai (Old Name) S/o Badal Ghorai Residing at ward no 11, Chiranjiampur, Vtc - Haldia, P.O - Haldia, District - East Midnapore, Pin - 721604 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Sakshi Gupta. I declare that Sakshi Agarwal and Sakshi Gupta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-03-2025.	Name Change I, Tansena Khatun D/o Khoiruddin Ahamed Residing at Vill - Lakshmipul, P.o - Lakshmipul, P.s - Habra, District - North 24 Parganas, Pin- 743234 West Bengal India shall henceforth be known as Tansena Khatun Tarafdar. I declare that Tansena Khatun and Tansena Khatun Tarafdar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-03-2025.	Name Change I,PARTHA GOSWAMI,SON OF LATE DEBPAPRASAD GOSWAMI,RESIDING AT VILL-KUMARDANGA PO &PS-ONDIST-BANKURA, PIN-722144, WEST BENGAL I HAVE CHANGED MY FATHER'S NAME DEBPRASAD GOSWAMI (OLD NAME) SHALLI HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBPASAD GOSWAMI (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/03/2025. DEBPASAD GOSWAMI (OLD NAME) AND DEBPAPRASAD GOSWAMI (NEW NAME), BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.
Name Change I, Sakshi Agarwal W/o Shrestha Lokesh Residing at 89, Salkia School Road, P.o - Salkia, P.s - Golabari, District - Howrah, Pin- 711106 West Bengal India shall henceforth be known as Sakshi Gupta. I declare that Sakshi Agarwal and Sakshi Gupta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-03-2025.	Name Change I, Abjalul Mondal (Old Name) S/O-Ajrobox Mandal resident of Vill- Goadanga, Po- Kalyandandi, PS- Chapra, Dist-Nadia,West Bengal, Pin- 741123 do hereby decraate that I have changed my name from Abjalul Mondal to Abjalul Mandal and hencee fort I shall be known as Abjalul Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhamprecourt on 20/03/2025. My name Abjalul Mandal& Abjalul Mondal both are same and one identical person.		

প্লে-অফে জামশেদপুরের বিপক্ষে নিজের জাত চেনাবেন বেনালির এই ছাত্র?

গুয়াহাটি, ২০ মার্চঃ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসির মিডফিল্ডার মায়াকানন মুখু কারিয়ারের প্রথম ইন্ডিয়ান সুপার লিগের মরসুমেই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে একের পর এক নজর কেড়েছেন। একদিকে যেমন মাঠে তার অনন্যদা খেলায় সাফল্য এসেছে, তেমনি ক্লাবও তাকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে এক চমৎকার পোস্ট করেছে। সেখানে উল্লেখ ছিল, “পৃথিবীর ৭১ শতাংশ অংশ জল দ্বারা আচ্ছাদিত, বাকি অংশ মায়া দ্বারা।” এই ক্যাপশনটি তার অসাধারণ পারফরম্যান্সকে তুলে ধরেছিল এবং ক্লাবের সবার চোখে তাকে এক ‘মিডফিল্ড ইঞ্জিন’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মায়াকানন তামিলনাড়ুর একজন খেলোয়াড়, তার প্রথম আইএসএল মরসুমে কোচ হযান পেত্রো বেনালির অধীনে চমৎকারভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। তিনি এমনভাবে খেলা শুরু করেছেন, যেন এই স্তরের ফুটবলে তার আগে থেকেই অভিজ্ঞতা ছিল। দক্ষিণী এই ফুটবলার দ্রুত দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছেন। দলের সিনিয়র ফুটবলার সঙ্গীদের সঙ্গে একত্রে মার্চ দারুণ এক সমন্বয় তৈরি করেছেন। তার প্রাথমিক সাফল্যের পেছনে রয়েছে তার শৃঙ্খলা এবং নিজের মূল দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ। জাতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মায়াকানন বলেন, “আই-লিগে গোকুলাম কেবলা এফসি ও শ্রীনিথি ডেভান একসিতে খেলার সময় আমি কখনও কখনও



আমার সাধারণ ভূমিকা থেকে সরে এসে অন্য ভূমিকা পালন করতাম। তবে আইএসএলে, আমি আমার মূল দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ দিয়েছি, যা হল দলের রক্ষণের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।” বেনালি তাকে যেভাবে গড়ে তুলেছেন এবং তার খেলার উন্নতির জন্য যে পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাই ক্যারিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেই প্রসঙ্গে এই ফুটবলার বলেন, “আমি যখন আই-লিগ থেকে আইএসএলে স্থানান্তরিত হই, তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমি হয়তো মনিয়িং নিতে পারব না। তবে, আমি যখন নিয়মিত খেলতে শুরু করি, তখন আত্মবিশ্বাস অর্জন করি। বেনালি আমার খেলা ভালোভাবে বুঝতে পারেন এবং আমাকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছেন।” নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসির আরেকটি বড় শক্তি হল তাদের ফরোয়ার্ড আলাদিন আজরাই। মায়াকানন মুখু জানিয়েছেন, “আজরাই আমাদের প্রশিক্ষণে এমনভাবে খেলে যেন সেটা একটি ম্যাচ। আমাদের উপর তার অনেক বিশ্বাস রয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস তার উপরও রয়েছে। মার্চে তার গতির সাথে তার গোল করার ক্ষমতা দেখা যায়, কিন্তু তার প্রশিক্ষণের সময়ও সেটা প্রত্যাশিত।” আজরাই আইএসএলে তার অভিনেত মরসুমে একটি দুর্দান্ত রেকর্ড গড়েছেন। ২৪ মার্চে ২৬টি গোল এবং ৭টি অ্যাসিস্ট করেছেন। মায়াকানন আরও বলেন, “যে দক্ষতা আজরাই ম্যাচে প্রদর্শন করে, সেটা আমার প্রশিক্ষণেও দেখি। আমাদের ধারণা থাকে যে, সে যে কোনো মুহূর্তে গোল করতে সক্ষম।” মায়াকানন মুখু প্রথম আইএসএল মরসুমের অভিজ্ঞতা শুধু তার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং পুরো নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসির জন্যও এক অমূল্য সম্পদ। তার দৃঢ়তা, শৃঙ্খলা এবং সতীর্থদের প্রতি বিশ্বাস দলের পারফরম্যান্সকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এখন, এই ২৭ বছর বয়সী মিডফিল্ডারের সামনে ভবিষ্যতের আরও উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে তিনি আরও বড় মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করবেন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় ‘বিরাট’ অর্থ পুরস্কার রোহিত-কোহলিদের

মুম্বই, ২০ মার্চঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, সাপোর্ট স্টাফ এবং পুরুষ নির্বাচন কমিটিসি সদস্যদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বড় ঘোষণা করেছে বিসিসিআই জানিয়েছে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ জয়ী ভারতীয় দলের জন্য ৫৮ কোটি টাকার নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। বিসিসিআই সেক্রেটারি দেবজিৎ সাহিকিয়া এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই পুরস্কারের বিতাজন প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ৩ কোটি টাকা করে দেওয়া হবে। প্রধান কোচ সৌমেন গম্ভীর পাবেন ৩ কোটি টাকা, বাকি কোচদের (সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোশেট, অভিষেক নায়ার, ব্যাটিং কোচ সীতাহেশ কোটাক, বোলিং কোচ মর্নে মর্কেল) প্রত্যেককে ৫০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে।



অন্যান্য সাপোর্ট স্টাফরাও ৫০ লক্ষ টাকা করে পাবেন। বিসিসিআই কর্মকর্তারা পাবেন ২৫ লক্ষ টাকা করে। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে ফরমবিদারক পরাজয়ের পরও ভারতীয় দল তাদের দুর্দান্ত শ্রেষ্ঠ-বলের ধারা অব্যাহত রেখেছে। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর এটি তাদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ২০২৫ সালের ১ মার্চ দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়ে ভারত এই শিরোপা জিতেছে। বিসিসিআই-এর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫-এ ভারতীয় দলের জয়ের জন্য ৫৮ কোটি টাকার নগদ পুরস্কার ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত। এই আর্থিক স্বীকৃতি খেলোয়াড়, কোচিং ও সাপোর্ট স্টাফ এবং পুরুষ নির্বাচন কমিটিসি সদস্যদের সম্মান জানান।” অধিনায়ক রোহিত শর্মা দক্ষ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে ভারত টুর্নামেন্টে আধিপত্য বিস্তার করেছে। ফাইনালের পথে তারা চারটি দাপুটে গ্লান নথিভুক্ত করেছে। প্রচারণা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটের দূত জয়ের মাধ্যমে। এরপর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটের প্রভাবশালী জয় নিশ্চিত করে। নিউজিল্যান্ডের

বিরুদ্ধে ৪৪ রানের জয়ের মাধ্যমে গতি অব্যাহত রাখে এবং সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে ৪ উইকেটে পরাজিত করে ফাইনালে পৌঁছায়। বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি বলেন, “পরপর দুটি আইসিসি শিরোপা জয় করা বিশেষ এবং এই পুরস্কার টিম ইন্ডিয়ায় উৎসর্গ এবং বিশ্বমঞ্চে শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেয়। এই নগদ পুরস্কার পর্দার আড়ালে সকলের কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি। ২০২৫ সালে এটি আমাদের দ্বিতীয় আইসিসি ট্রফি, আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা বিশ্বকাপ জয়ের পর। এটি আমাদের দেশে শক্তিশালী ক্রিকেট ব্যবস্থার প্রতিফলন।” বিসিসিআই সম্পাদক দেবজিৎ সাহিকিয়া বলেন, “বিসিসিআই এই পুরস্কারের মাধ্যমে খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের সম্মান জানাতে গর্বিত। বিশ্ব ক্রিকেটে তাদের আধিপত্য বহুরে

পর বছর কঠোর পরিশ্রম এবং কৌশলগত সম্পাদনার ফল। এই জয় ভারতের শ্রেষ্ঠ-বল ক্রিকেটে শীর্ষ ব্যক্তিগত ন্যায্যতা দিয়েছে। আমরা নিশ্চিত যে দলটি আগামী বছরগুলোতে আরও উৎকর্ষ সাধন করবে।” বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা বলেন, “এই নগদ পুরস্কার টুর্নামেন্ট জুড়ে দলের অসাধারণ পারফরম্যান্সের প্রতি শ্রদ্ধা। খেলোয়াড়রা চাপের মধ্যে অসাধারণ ধৈর্য প্রদর্শন করেছে। তাদের সাফল্য দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্রিকেটারদের জন্য অনুপ্রেরণা।” বিসিসিআই কোষাধ্যক্ষ প্রভভেজ ভাটিয়া বলেন, “বিসিসিআই আমাদের খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের কঠোর পরিশ্রম ও উৎসর্গকে স্বীকৃতি দিতে গর্বিত। এই পুরস্কার ভারতীয় ক্রিকেটে শ্রেষ্ঠত্বকে উৎসাহিত করার প্রতিশ্রুতি প্রতীকিত করে। আমরা বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় ক্রিকেটের আধিপত্য অব্যাহত রাখতে সেরা সংস্থান ও অবকাঠামো প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।” বিসিসিআই মুখ্য সম্পাদক রোহান গৌসন দেসাই বলেন, “টিম ইন্ডিয়া পুরো টুর্নামেন্টে দৃঢ় ছিল এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালটি ছিল দর্শনীয়। এটি দেশে এবং বিশ্বজুড়ে ভারতীয় সমর্থকদের জন্য আনন্দ বয়ে এনেছে। এই সাফল্য আমাদের শক্তিশালী ক্রিকেট ব্যবস্থার প্রতিফলন।”

বিচ্ছেদ হয়ে গেল চাহাল-ধনশ্রীর, কত কোটিতে দাঁড়াল খোরপোশ?

মুম্বই, ২০ মার্চঃ সব জন্মনার অবসান। অবশেষে যুজবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মার বিচ্ছেদ হয়ে গেল। তাদের ডিভোর্সে সিলমোহর আদালতের। আইপিএল শুরু হওয়ার দিনদুয়েক আগে আইনি জট কাটল তারকা স্পিনার চাহালের। আজ, বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের এক পারিবারিক আদালতকে ধর্মবার নির্দেশ দিয়েছিল, ২০ মার্চের মধ্যে চাহাল-ধনশ্রীর বিবাহবিচ্ছেদের মামলার সুনামি শেষ করে রায় দিতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই আজ, চাহাল এবং ধনশ্রী সেই পারিবারিক আদালতে যান। সেখানে তাদের দু’জনের মুখেই মান্দ্র দেখা যায়। কয়েক ঘণ্টা পর সেখান থেকে তারা চলে যান। এরপর ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহালের আইনজীবী নীতীন কুমার গুপ্ত মিডিয়াকে জানান, যে চাহাল ও ধনশ্রীর বিবাহবিচ্ছেদ আদালত মঞ্জুর করেছে।



এর আগে নানা মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী শোনা গিয়েছিল, ধনশ্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে চাহালকে ৬০ কোটি টাকা খোরপোশ দিতে হবে। এ বার সামনে এসেছে আসল তথ্য। আসলে ধনশ্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তাকে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খোরপোশ দিতে হবে চাহালকে। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ধনশ্রী ও চাহালের বিয়ে হয়। এরপর ভালোই ছিলেন তারা। তবে গত আজই বছর ধরে তারা আলাপা রয়েছে। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে বাস্তব পারিবারিক আদালতে যৌথভাবে

বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন জমা দেওয়া হয়। সেসময় আলাদা থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেন তারা। আবেদনপত্রের সঙ্গে বিশেষ আর্জি করেছেন জানানো হয়, এক্ষেত্রে কুলিং-অফ পিরিয়ড যেন না থাকে। কিন্তু হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ১৩বি (২) অনুসারে, ডিভোর্সের আগে কুলিং-অফ পিরিয়ড বাধ্যতামূলক। দম্পত্যিকের পুনর্মিলনের সম্ভাবনা বিবেচনা করার সুযোগ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। তাই মুম্বইয়ের পারিবারিক আদালত কুলিং অফ পিরিয়ডে থাকতে বলেন। এই রায় চ্যালেঞ্জ করে দম্পতি হাইকোর্টের দ্বারস্থ দেন। এরপর আদালতের পক্ষ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য চাহালকে বলা হয়েছিল ধনশ্রীকে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খোরপোশ দিতে হবে। ইতিমধ্যে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ধনশ্রীকে দিয়েছেন চাহাল। বাকি টাকা নিয়ে উভয় পক্ষের সম্মতিতে পরে মিটমাট করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

রয়্যাল বেঙ্গলের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হচ্ছে রু-টাইগার্সদের ‘রাজা’

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি সুনীল ছেত্রী অবশেষে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরছেন। দীর্ঘ ৯ মাস পর তিনি আবার জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামলেন, সেই সঙ্গে তার অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তনও ঘটল। গত বছরের অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তের পর, ২০২৫ সালের ৮ই মার্চ সুনীল ছেত্রী তার অবসর সিদ্ধান্ত বদলানোর কথা ঘোষণা করেন। তার এই হঠাৎ সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন না হওয়া সত্ত্বেও, তারা ২০২৭ এশিয়ান কাপের দিকে লক্ষ্য রাখছে। সুনীল ছেত্রী ২০২৪ সালের ৬ জুন কুয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জনের মা্যাচে তার শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেলেছিলেন। সেখানে কলকাতার ৫৯,০০০ দর্শকের সামনে তিনি শেষবারের মতো ভারতীয় দলের হয়ে মাঠে নামেন। তার অবসর ঘোষণার পর থেকে, ছেত্রী তার আইএসএলের পারফরম্যান্স দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি এখনো ফিট এবং ফুটবলে তার দক্ষতা অটুট রেখেছেন। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ২০২৪-২৫ মরসুমে



ম্যাচে ছেত্রীকে অধিনায়ক হিসেবে মাঠে দেখা যায়। এই ম্যাচটি ছিল ভারতের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কারণ তারা প্রথমবারের মতো শিলংয়ের জেওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে খেলার সুযোগ পেল। শিলং ফুটবলেমী শহর হিসেবে পরিচিত। এই ম্যাচটি শহরের ফুটবল

সামির ডাকে সাড়া দিল বিসিসিআই, বলে খুতু ব্যবহার ফিরছে আইপিএলেই সুযোগ পাবেন বোলাররা?

মুম্বই, ২১ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুরু হওয়ার দু’দিন আগে বোর্ডের বড় ঘোষণা। বলে খুতু লাগানোর উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা তুলে নিল বোর্ড। মুম্বইতে আইপিএলের ১০ দলের ক্যাপ্টেন্স মিটিং ছিল। সেখানে বলের উপর লাগার ব্যবহার নিয়ে অধিনায়কদের মতামত নেওয়া হয়। বেশিরভাগ দলের অধিনায়ক এই নিয়ম তুলে নেওয়ার পক্ষে কথা বলেন। এরপরই বোর্ডের পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে আইসিসি করোনার সময় সতর্কতা জারি রাখতে বলে লাল ব্যবহারে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এরপর ২০২২ সালে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত হয়ে আইসিসি বলে



লালা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা স্থায়ী করে। প্রাথমিক ভাবে আইসিসির সেই নিয়ম মেনে আইপিএলেও বলে খুতু ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। এ বার করোনার পর প্রথম আবার আইপিএলেই উঠে যাচ্ছে বলে খুতু



ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা। বোর্ডের এক কর্তা সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, “খুতু ব্যবহারে যে নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল, তা উঠে যাচ্ছে। বেশিরভাগ অধিনায়ক তা ব্যবহারের পক্ষে।” আসলে

আইপিএলের নিয়ম নিয়ে নিয়ন্ত্রণ বিসিসিআইয়ের হাতে রয়েছে। তাই আইসিসির ওই নিয়ম (বলে লাল ব্যবহার করা যাবে না) বিসিসিআই আইপিএলের সময় না-ই মানতে পারে। বলের উজ্জ্বল ডাব বজায় রাখার জন্য দীর্ঘদিন ধরে তাতে খুতু লাগানোর প্রথা বজায় ছিল। করোনা কালে মাঝে তাতে ছেদ পড়ে। ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর আইসিসির কাছে বলে বিতর্জ্য সুিং কেরানোর জন্য খুতু ব্যবহারের নিয়ম ফিরিয়ে আনার আর্জি করেছিলেন সান্নি। তাতে আইসিসির পক্ষ থেকে সাড়া না এলেও, বোর্ড দিল সাহ এতে। ফলে ক্রিকেট মহল মনে করছে আসন্ন আইপিএলেই বলে খুতু ব্যবহার করতে পারবেন বোলাররা।

টেস্ট বিশ্বকাপের নিয়মে আসছে বড় বদল

দুবাই, ২০ মার্চঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের জনপ্রিয়তা বাড়তে প্রায়ই নতুন নিয়ম চালু করে আইসিসি। আবারও বদল আসতে চলেছে। পরের মাসে আইসিসির বোর্ড বৈঠক রয়েছে। সেখানে একাধিক নতুন নিয়ম চালু করা নিয়ে আলোচনা হবে। প্রস্তাব পাশ হলে পরের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র থেকেই তা চালু হয়ে যাবে। আগামী জুনে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ দিয়ে সূচনা হচ্ছে পরের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের। ইংল্যান্ডের এক সংবাদপত্রের দাবি, বড় জয়ের ক্ষেত্রে বোনাস পয়েন্ট দেওয়া হতে পারে। অর্থাৎ কোমদ দল যদি এক ইনিংসে বা ১০০ রানের বেশি ব্যবধানে বা ১০ উইকেটে জেতে, তা হলে তারা বোনাস পয়েন্ট পাবে। বোর্ডের এক কর্তা সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, “এই প্রতিযোগিতা স্তরের থেকেই এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা চলছিল। অনেক ছোট দেশই অভিযোগ করেছে যে বড় দেশগুলিকে হারালেও তাদের বড় ডিসকন্টিং কুতিত্ব দেখাচ্ছে না। তাই বিষয়টি নতুন নয়। আবার এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।” শুধু তাই নয়, বড় দেশগুলির বিরুদ্ধে টেস্ট জিতলে বাড়তি পয়েন্ট দেওয়া হতে পারে।

রাজস্থান রয়্যালস-এ বড় বদল

সঞ্জু নন, পিঙ্ক আর্মির ব্যাটন এ বার রিয়ান পরাগের হাতে

জয়পুর, ২০ মার্চঃ আর ঠিক ২ দিন পর শুরু হয়ে যাবে ভারতীয় ক্রিকেটের মহাযাত্রা, আইপিএল। ক্রিকেট প্রেমীদের আর যেন তার সুইছে না। ২২ মার্চ থেকে শুরু করে ১০ দলের লড়াই হবে সেই ২৫ মে অবধি। সকল ক্রিকেট প্রেমীরা এখন ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজির প্লেয়ারদের অনুশীলনে নজর রেখেছে। এক একের টিম থেকে মাঝে মাঝে নানা বদলের খবর আসছে। এ বার পিঙ্ক আর্মিতেও ক্যাপ্টেন বদল। সঞ্জু সামসন শুরু থেকেই আইপিএলে খেলবেন। কিন্তু তাঁর পরিবর্তে টুর্নামেন্টের প্রথম তিন ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য রাজস্থান বেছে নিয়েছে রিয়ান পরাগকে। এ বারের আইপিএলে ২৬ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ রাজস্থান রয়্যালসের। এরপর ২৬ মার্চ ডিসকন্টিং চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে খেলবে পিঙ্ক আর্মি। তারপর চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ৩০ মার্চ রয়েছে রাজস্থানের তৃতীয় ম্যাচ। আর এই ম্যাচগুলোতে রাজস্থানের হয়ে নেতৃত্ব দেখা যাবে না সঞ্জু সামসনকে। কারণ কী? কয়েকদিন আগে চোট সারিয়ে রাজস্থান শিবিরে

যোগ দিয়েছেন সঞ্জু। কিন্তু তিনি রাজস্থানের হয়ে প্রথম ৩ ম্যাচে খেললেও দেবেন না নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই খবর জানানো

মহল মনে করছে, তা হলে হয়তো সঞ্জুকে ব্যাটিংয়ের সময় ইমপ্যাক্ট থ্রোয়ার হিসেবে নামাবে রাজস্থান। দলের এক হ্যাণ্ডলে রাজস্থানের একে বিবৃতিতে এই খবর জানানো



হয়েছে। পিঙ্ক আর্মির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইপিএলে তাদের প্রথম তিন ম্যাচে সঞ্জু শুধু ব্যাটার হিসেবে খেলবেন। উইকেটকিপিং করবেন না। তবে তিনি যে দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ তা বলতে ভোলেনি পিঙ্ক আর্মি। উইকেটকিপিং ও ফিল্ডিংয়ের অনুমতি না পাওয়া অবধি শুধু ব্যাটার হিসেবেই খেলতে পারবেন সঞ্জু। এরপর পুরো ফিট হয়ে গেলে নেতৃত্বে ফিরবেন তিনি। ক্রিকেট

ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে সঞ্জু বলেছেন, “আমার মনে হয় পরের তিনটে ম্যাচে আমি পুরোপুরি ফিট থাকতে পারব না। আমি মনে করি আমার টিমে প্রচুর নেতা রয়েছে। গত কয়েকটা বছরে সকলে টিমের খেলায় রেখেছে। তাই এ মরসুমে আমাদের প্রথম তিন ম্যাচে রিয়ান টিমকে নেতৃত্ব দেবে। ওর মধ্যে সেই ক্ষমতাটা আছে। আমি আশা করি দলের বাকিরা ওর পাশে সব সমর্থন থাকবে।”

ভোটের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু মোহনবাগানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মার্চঃ নির্বাচনের দামামা বেজে গেল মোহনবাগানে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হল বৃহস্পতিবার। এবার সেই কমিটিই মোহনবাগানের নির্বাচনের দিনক্ষণ স্থির করবে। উল্লেখ্য, নির্বাচনী বোর্ডের সোয়ারম্যান ছাড়া বোর্ডের বাকি সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়নি আগে। এদিন প্রকাশ্যে এল তাঁদের নামও। মোহনবাগানের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রাক্তন সচিব সঞ্জয় বোস-সহ বেশ কিছু সদস্য নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন

করানোর দাবি তোলেন। সেদিনই ক্লাবের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, দ্রুত এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠক ডেকে নির্বাচনী বোর্ড গঠন করা হবে। সেদিনই জানানো হয় নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনার মতামত জানাতে ডাকা হবে সঞ্জয় বোসকেও। সেই মতো কার্যকরী কমিটির বৈঠকে প্রাক্তন সচিবকে আমন্ত্রণও জানানো হয়। সোয়ারম্যান অসীম রায়ের সঙ্গে কমিটিতে রয়েছেন কলকাতা হাই কোর্টের তিন বিচারপতি শৌভিক মিত্র, অভিষেক সিংহ এবং বিদ্রুত বসু মল্লিকা। এছাড়াও বোর্ডে রয়েছেন অনুপ কুমার মণ্ডল।

বুকিং চলছে

গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া

9875658238 / 8820071827 / 8334826975

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যজুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ১৪ কিল্লার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Printed & Published by Alok Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com